তারক মঙ্গল।

শ্রী কেদার নাথ সরকার কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কালিঘাট

বিশ্বদূত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৮৩ সাল ৭ই আষাঢ়।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

জেলা বারাসতের মধ্যে আনওয়ারপুর পরগণার অন্তঃপাতি বাহু মহেশ্বর নিবাসী শ্রীকেদার নাথ সরকার কর্ত্তৃক এই তারকনাথ মঙ্গল পুস্তক বিরচিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক যদি কেহ আমার বিনা অনুমতিতে মুদ্রাঙ্কিত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আইনানুসারে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইতি সন ১২৮৩ সাল তারিখ

ভূমিকা

অনুমানিক প্রায় পঞ্চশত বৎসর গত হইয়াছে, প্রসিদ্ধ বালাগড়ি পরগণার অন্তর্গত বালাগড়ি গ্রামের পশ্চিম ভাগে মহা বিখ্যাত তারকনাথ নামে অনাদি শিবলিঙ্গ ধরা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া জীবের মহা উপকার অর্থাৎ নানাবিধ উৎকট রোগ হইতে বিমুক্ত করিয়া মহা মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশের আনুপূর্ব্বিক কোন বিবরণ এপর্য্যন্ত কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। অধুনা তৎস্থানে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ প্রাচীন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রকাশের আদ্যোপান্ত বিবরণ অবিকল জানিয়া এই তারকমঙ্গল নামক সঙ্গীত প্রকটন করিলাম, এবং ইহার মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম নীতিজ্ঞান ও যোগ শাস্ত্রের কথা বিনাস্ত হইল। এক্ষণে প্রার্থনা যে জন সমাজে সংগৃহীত হইলে শ্রম সফল ও কৃতার্থ হইয়া চির বাধিত হই। নিবেদন ইতি।

শ্রীকেদারনাথ সরকার।

রাগিনী সাহানা তাল মধ্যমান।

জয় গণপতি বিঘ্ন বিনাশক। তুমি বিশ্বপতি বিশ্ব বিভা-সক। তব নাম নিলে মুখে, তরে জীব ভবে সুখে, নাশিয়া সকল দুঃখে, পায় বিজ্ঞান আলক॥ তুমি কৃপা কর যারে, কি বা ভয় এসংসারে, কাল নাহি ছোঁয় তারে, বেদ বাক্য এই; তুমি ব্রহ্ম সনাতন, সর্ব্ব শুভ নিকেতন, পদে যেন রহে মন, অহে প্রপন্ন পালক॥

অথ গণেশ বন্দনা।

পয়ার। অসংখ্য প্রণাম করি চরণ কমলে। অসীম মহিমা তব বেদে এই বলে। নানাকারে ত্রিসংসারে কর কত খেলা। অভয় ও পদ তব তরিবার ভেলা। হেলায় ও নাম যেবা লয় যাত্রাকালে। সে কার্য্য সাধন সিদ্ধ মুক্ত মায়াজালে। তুমি দেব গণপতি গতি সবাকার। ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে কেবা বল আর। জীবের নাশিতে বিঘ্ন এরূপ ধারণ। চতুস্কর লম্বোদর মুষিক বাহন। প্রভা-তের ভানু যিনি বরণ উজ্জ্বল। লজ্জায় লুকায়ে ভানু গিয়া পদতল। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে করতলে। অমূল্য মাণিক হার অনিবার গলে। দিব্য বস্ত্র পরিধান বিবিধ ভুষণ। যোগীর আরাধ্য রূপ ভুবন মোহন। শুভ্র করি মুখোপরি দীর্ঘ এক দন্ত। কখন কি রূপ ধর কেবা জানে অন্ত। বিচিত্র মুকুট শিরে করে ঝলমল। কি দিব উপমা তার নাহি দেখি স্থল। চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি দাতা তুমি পরাৎপর। শুভকারী বিঘ্নহারি ব্যাপ্ত চরাচর। করেছি বাসনা মনে

করি নিবেদন। তারক সঙ্গীত নব করিতে রচন। বামন হইয়ে চন্দ্র ধরিবারে আশ। যা করহে নিজ গুণে আমি তব দাস। বুদ্ধিরূপে অধিষ্ঠান আছ সর্ব্ব জীবে। অনুকূলে দীন হীনে শুভমতি দিবে। তোমার করুণা ভিন্ন নাহি অন্যোপায়। আগরে আসিয়ে দৃষ্টি করো সর্ব্বদায়। কেদার বিনয়ে বলে এই ভিক্ষা চাই। অন্তকালে পদতলে যেন স্থান পাই।

অথ সরস্বতী বন্দনা।

নম দেবী সরস্বতী, মহা বিদ্যা আদ্যা সতী, প্রকৃতি প্রধানা পুরাতনী। নবিনা ষোড়শী হয়ে, করে বীণা যন্ত্র লয়ে, সমুজ্জ্বল শিব সুবরণী। জীবের করিতে ত্রাণ, বিদ্যারূপে অধিষ্ঠান, জ্ঞানদাত্রী তুমি গো সারদে। তোমার করুণা যায়, সেই স্থান পায় পায়, তরে যায় এ ভব বিপদে। বিশালাক্ষী বিনোদিনী, নিত্য গীত প্রসবিনী, ছয় রাগ ছত্রিশ গণনা। তার বর্ণ পঞ্চাশত, রাগিণী রাগেতে রত, অবিরত সে রসে মগনা। কে জানে ও তত্ত্ব মূল, কিবা সূক্ষ্ম কিবা স্থূল, অনুকূল কিসে হও কারে। পণ্ডিতে না পায় দুগ্ধ, তক্র পানে সদা মুগ্ধ, অথা মম ভ্রময়ে সংসারে। মূর্খে দেহ দিব্য জ্ঞান, লোকে বলে গুণবান, মান্যমান হয় ভূমণ্ডলে। সে সকলি খেলা তব, জীবে কিবে অনুভব, কার সাধ্য স্বরূপার্থ বলে। চরণ যুগল আসে, বিধি বিষ্ণু কৃত্তিবাসে, চিরকাল গল লগ্ন বাসে। এ কথা কহিব কায়, তার অন্ত নাহি পায়, মায়াগুণে অবিরত ভাসে। দিয়েছ যাদৃশ শক্তি, তাদৃশ চরণে নতি, করি স্তুতি মিনতি অশেষ।

নামাম্বুজ সুধাপানে, মন তব গুণগানে, থাকে এই চাহি উপদেশ। তারক মঙ্গল গীত, করিবারে প্রকাশিত, একান্ত হয়েছে মম মন। কেদারের পূর্ণ আশা, সুছন্দ প্রবন্ধ ভাষা, সুললিত করিবে রচন।

ধুয়া। যদি শান্ত স্বভাবে। কালীপদ ভাব, তবে ভব কিরে ভবে, বিনে একান্তর, হলে মতান্তর, নিরন্তর দুঃখ পাবে। সাধারণ ধন, নহেত সাধন, নির্ধনের ধন জানিবে। এযে অপার মায়া সিন্ধু, জ্ঞান হবে বিন্দু, অনায়াসে তরে যাবে। অভ্রময় দেহ, ঘুচিবে সন্দেহ, যতদিন দেহ রহিবে। যত পূর্ব্ব কর্ম্মভোগ, জরা শোক রোগ, সব পলাবে। এই সে উচিত, স্থির করি চিত, যথা বিধিমত, সাধিবে। নহে অনুচিত ভেবে, কেদারে এ ভবে, ফেলে ডুবাবে।

কালী কালী মহাকালী মহাকাল জায়া। ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ডাকারা নানা কায়া মায়া। সৃষ্টির প্রধান তিনগুণ প্রসবিলা। তিনে তিন ভার দিয়ে অপরূপলীলা। রজগুণে উদ্ভব পালন সত্বগুণে। দাহন করেন বিশ্ব মহা তমোগুণে। গুণ কার্য্যে সর্ব্বদা চঞ্চল তিন জন। ইথে কিসে তব তত্ত্ব হবে নিরূপণ। কিঞ্চিৎ চরণ রেণু করেছ প্রদান। এই হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর প্রধান। ত্যজিয়ে সম্ভোগ সুখ শিব সদাশয়। চিতা ভস্ম মাখি অঙ্গে শ্মশানেতে রয়। ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান অস্থিমালা গলে। অহিতে মানিয়ে হিত পীয়ে হলাহলে। ধুতুরা সহিত সিদ্ধি করেন ভক্ষণ। কপাল উপরে জ্বালি দিগু হুতাশন। পঞ্চমুখে তব গুণ সর্ব্বদা প্রকাশে। কিন্তু প্রায় দিগু কায় রসোল্লাসে ভাসে। কখন

সমাধি যোগ করিয়ে সাধন। একাগ্র চিত্তেতে পদ ভাবে অনুক্ষণ। এই রূপে নানা মতে আপনি মহেশ। সাধিয়ে না হন শান্তি করে এত ক্লেশ॥ অবশেষে পদতলে হইয়ে মগন। শবাকারে হৃদিপরে করিল ধারণ॥ তাহাতে সন্তোষ বুঝি হইলেন শিব। বিনা কৃপা একথা কি বুঝিবেক জীব। অপার মহিমা তব আমি কিবা জানি। বিষম মায়াতে মোহ সদা অভিমানি। কি দিয়ে করিব স্তুতি সর্ব্বময়ী শিবে। আপনি আপন সমা উপমা কে দিবে। কোন ভাবে কারে কিসে কর মা তারণ। অনন্ত স্বভাব ভবে করেছ ধারণ। কেদারের অভিলাষ পুরাও কালিকে। শিব মুখ ব্যক্ত ভক্ত বাঞ্ছা প্রদায়িকে।

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

শিব বলে কাল হর না। শিব নামে পরিণামে কালে ছোবে না। ত্রিকালে নিয়ম করে, শিব বলে উচ্চৈস্বরে, ডাক ভক্তি সহকারে, কিসের ভাবনা॥ দুর্জ্জয় সংসার কূপে, নাহি ত্রাণ কোন রূপে, না ভাবিলে শিবরূপে, নিস্তার পাবে না। সোজা কথা শিব বলা, তাতে কেন কর হেলা, কেদার বলে এই বেলা, শিব বলে ডাক না।

অথ শিব বন্দনা।

ত্রিপদি। বন্দ দেব পশুপতি, তুমি অগতির গতি, উমা পতি অখিল ঈশ্বর। চিতা ভস্ম মাখা অঙ্গে, ভূত প্রেত ফিরে সঙ্গে, পরিধান দিবা বাঘাম্বর। ফনি মনি জ্বলে মাথে, ত্রিশূল ডমরু হাতে, বৃষোপরি ফির নিরন্তর। কণ্ঠে শোভে হাড়মালা, বাম দিকে গিরিবালা, কনক জিনিয়া

কলেবর। ভালে অর্দ্ধ শশধর, সুরধুনী শিরোপর, কর্ণে শোভে ধুতুরার ফুল। অঙ্গে সর্প উপবীত, মুখে গাও গৌরী গীত, সিদ্ধি পানে আঁখি ঢুলু ঢুল। ত্রিপুরারী শূলধারী, আশুতোষ বিঘ্নহারী, বিনায়ক জনক মহেশ। করি পদে নমস্কার, রক্ষ হর এই বার, নিবারণ কর ভব ক্লেশ॥ দাসের দুর্গতি হর, পাপ তাপ দূর কর, ওহে মহেশ্বর ত্রিলোচন। কত রূপে ত্রিসংসারে, বিরাজিত নানাকারে, কে পারে করিতে নিরূপণ॥ ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে, অবতীর্ণ অবনীতে, বালুগড়ি প্রান্তরে উদয়। লিঙ্গে হয়ে অধিষ্ঠান, জীবে করি দয়া দান, বিমুক্ত করিছ রোগ ভয়। অপার মহিমা তব, আমি মূঢ় কিবা কব, দয়ায় পুরাও মনস্কাম। কে বুঝে তোমার লীলা, কলিযুগে প্রকাশিলা, দুর্লভ তারক নাথ নাম। নামের মহিমা যত, সে কথা বলিব কত, অবিরত যে ডাকে তোমায়। সর্ব্ব দুঃখে পরিত্রাণ, অন্তে পায় পায় স্থান, আর তারে বল কেবা পায়। অনুপায়ে দিতে কূল, অবনীতে অনুকূল, যেরূপে হয়েছ দয়াময়। এই পদে ভিক্ষা চাই, কেদার রচিবে তাই, যেন সে বাসনা পূর্ণ হয়।

রাগিণী আলাইয়া তাল—একতালা।

তারণ কারণ অভয়চরণ জানিয়া যে জন শরণ লয়। সদা শিব বলে ডাকে, সদানন্দে থাকে, রবিসুত তাকে করে ভয়॥ বেদাগমে শুনে, স্মরণ চরণে, লতে গেলে তাহে বাদী হয়। দারা পরিজন, স্নেহেতে বন্ধন, হয়ে অকারণ, করি কাল ক্ষয়॥ দীনে দয়াকর, হে শিব শঙ্কর, মায়া মোহ হর, দয়াময়।

কেদার এবার, ভব পারাবার, হতে পারেপার, দিলে পদাশ্রয় ॥

গ্রন্থ সূচনা।

পয়ার। প্রণমামি বিশ্বনাথ বিপদ নাশক। বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বের পালক। বিষপান করি বাঁচাইলে ত্রিভুবন। দয়াময় দেহ দেব করেছ ধারণ। দেবতা দানব নর যে তোমায় ডাকে। সরল স্বভাবে দেখা দিয়ে রাখ তাকে। ভক্তেরে অদেয় কিছু নাহিক তোমার। কর কত শুনি যত মহিমা অপার। অপরূপ কত রূপ করিয়ে ধারণ। করিছ জীবের দুঃখ কৃপায় মোচন। কলিতে তারক নাথ প্রকাশিয়ে নাম। নিজ গুণে করিয়েছ পূর্ণ মনস্কাম। যেরূপে প্রকাশ আসি হৈলা অবনীতে। গিয়েছে বাসনা তাই বর্ণন করিতে। আদ্যোপান্ত কিছু তার ভাবিয়ে না পাই। তুমি যা বলাবে দেব বলিব হে তাই। বর্ণনায় কোন স্থানে যদি হয় ভুল। সে দোষে কর না রোষ হয়ে প্রতিকূল। তোমার করুণা ভিন্ন নাহি অন্য গতি। যা কর শঙ্কর হর পদে করি নতি। যেরূপেতে গুণ ময় গুণ প্রকাশিলা। স্বরূপ বলাবে তাই অপরূপ লীলা। তারক নাথের পদে করি নমস্কার। অতঃপর শুন বলি প্রকাশ তাঁহার। সুবিখ্যাত পরগণা বাল গড় নাম। তার মধ্যে বালি গড়ি মনোহর গ্রাম। গ্রামের পশ্চিম জলা মধ্যে দ্বীপাকার। বহু বিধ বৃক্ষে পূর্ণ স্থান চমৎকার। চারি পার্শ্বে কণ্টকেতে কেবল বেষ্টিত। নানা জাতি বন ফুল তাহে বিকসিত। মধুকর মধু লোভে ফুলের উপরে। পুলকে কমরে গান গুণ২

স্বরে। কোকিল কেবল গান করে পঞ্চ স্বরে ; স্বরে যেন সুধা ধারা বরিষণ করে। জলা মাঝে বিকসিত কত শত দল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে কেবল। ময়ূর ময়ূরী নাচে হেরে কাদম্বিনী। নীর আশে ডাকিছে চাতক চাতকিনী। সময়ে২ নানা জাতি পক্ষ ডাকে। বন ফল খায় তারা সদানন্দে থাকে। হিংস্র পশু মাত্র নাই বনের ভিতর। সে কারু দৃষ্টে হয় স্থান মনোহর। ধরেছে পল্লব নব যত তরু গণ। পাইয়ে বসন্ত কাল সুশোভিত বন। ভূত নাথ ভূত নাথ যথা অধিষ্ঠান। নিশ্চয় জানিবে সেই কাশী তুল্য স্থান। আশুতোষ বিঘ্নহারী ত্রিপুরারী শিব। এক মুখে শিব গুণ আমি কি কহিব। তার সাক্ষী দেখ মধু কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। যেই ব্রত সেবা করে একাসনে বসি। নিশি যোগে চতুর্থ প্রহরে পূজা করে। বিধি মত লিঙ্গ গড়ি নির্ভয় অন্তরে। অন্তে শিব লোক প্রাপ্ত অনায়াসে হয়। একথা অন্যথা নয় সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। বিধি মত ব্রত করা সাধ্য নহে যার। শুদ্ধ উপবাসে সেই পাইবে নিস্তার। শিবের মহিমা যত কে কহিতে পারে। জীব শিব হয় শিব ভক্তি সহকারে। কত স্থানে কত রূপে মহিমা প্রচার। স্বরূপ বলিতে বল সাধ্য আছে কার। যেরূপে তারক নাথ হতে প্রকাশ। কহিব যথার্থ তার নহে ইতিহাস। কলিতে তারক নাথ অনাথ কাণ্ডারি। যে ডাকে একান্তে হন বশীভূত তারি। ভয়ঙ্কর রোগ হতে জীবে পায় ত্রাণ। ইহার অধিক কিবা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেদার তারক পদে সঁপি নিজ চিত। প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত।

তারক মঙ্গল।

রাগিণী মুলতান তাল—আড়াঠেকা।

ভবে সদাকার শবাকার হবে। কে কোথা রয়েছে রবে॥ একি মায়া চমৎকার, হেরি মৃত্যু অনিবার, চেতন না হয় কার, ভ্রমে এই ভবে। ফিরে জীব কর্ম্ম ভোগে, ভোগান্তে ধরিবে রোগে, কিম্বা কোন সহযোগে, এ দেহ নাশিবে। যা করিবে ভূমণ্ডলে, কালে ফল দিবে কালে, যদি ডাক শিব বলে, কালে কি করিবে।

(পয়ার।)

এক মনে শুন সবে করি নিবেদন।
যেরূপে প্রকাশ হৈল দেব ত্রিলোচন॥
বনের দক্ষিণ রামনগর বিখ্যাত।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কমলা সাক্ষাত॥
তাহে ভাবমল্ল নামে ক্ষত্রিয় নৃপতি।
বহুকাল হতে তাঁর তথায় বসতি॥
বহু গুণান্বিত রাজা ধর্ম্মে সদা মতি।

দীন হীন দুঃখী প্রতি দয়া অতিশয়।
প্রজার পালনে যেন কৌশল্যা তনয় ॥
দুষ্টের দমনকারী শিষ্টের পালন।
সর্ব্বদা পণ্ডিত সহ শাস্ত্র আলোচন ॥
কালে সন্ধ্যা বন্দনাদি করে সমাপন।
প্রাণান্তে সে কালাতীত নহে কদাচন।
ভক্তিভাবে অতিথির করেন সেবন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত হেতু বিস্তর গোধন ॥
প্রধান রক্ষক শ্রী মুকুন্দরাম ঘোষ।
ধর্ম্মশীল অকুটিল নাহি কোন দোষ ॥
গোপ জাতি নিবসতি নগরে রাজার।
সুখে বাস করে সেই লয়ে পরিবার ॥
গোধনের সেবা করে করিয়ে যতন।
সদা পরিতুষ্ট তারে ধার্ম্মিক রাজন ॥
এইরূপে কত দিন বিগত হইল।
কালে এক দুগ্ধবতী গাভী প্রসবিল ॥
বিংশতি দিবস পরে বৎস বান্ধি রাখে।
দোহনের জন্য দেখা নাহি পায় তাকে ॥
বনেতে আসিয়া গাভী শিবের মাথায়।
দাড়াইয়া দুগ্ধ ঢালে আপন ইচ্ছায় ॥
পুনর্ব্বার জতপতি গাভী আসে ঘরে।
কেহ না দেখিতে পায় মহেশের বরে ॥
দোহনের কালে বৎস কিছু দুগ্ধ পায়।

ভাণ্ড লয়ে গোপ যায় দোহনের তরে।
এক বিন্দু নাহি দুগ্ধ বাঁটের ভিতরে॥
অবাক হইল গোপ এরূপ দেখিয়া।
ইহার উদ্দেশ কিছু না পায় ভাবিয়া॥
প্রতিদিন গাভী যায় বনের ভিতরে।
ইচ্ছামত দুগ্ধ ঢালে লিঙ্গের উপরে॥
কিছুমাত্র দুগ্ধ নাহি দোহনের কালে।
কেবা জানে এই তত্ত্ব বনে দুগ্ধ ঢালে॥
দ্বাদশ দিবস হৈল এইরূপে গত।
অপার চিন্তিত হৈল গো রক্ষক যত॥
কহিল মুকুন্দ ঘোষ শুন গোপগণ।
ঘর হৈতে গাভী কোথা করয়ে গমন॥
কল্য প্রাতে গোপনে দেখিব গিয়া পাছে।
দুগ্ধ দিতে যায় গাভী কোথা কার কাছে॥
এই যুক্তি স্থির করি মুকুন্দ গোয়ালা।
গোপনে গোয়াল ঘরে রহিল একালা॥
জাগরণ করি গোপ রজনী গোহায়।
নিশি শেষে রজ্জু খুলি গাভী চলে যায়॥
উত্তর মুখেতে ধায় অতি দ্রুতগতি।
মুকুন্দ পশ্চাতে চলে সচঞ্চল মতি॥
ক্রমে জলা পার হয়ে বনের ভিতর।
প্রবেশ করিল গাভী নির্ভয় অন্তর॥
গুড়ি গুড়ি গোপ যায় সেই পথ ধরি।

যথা ঘন ঘন মেঘ বরিষণ করে।
সেই মত দুগ্ধ ঢালে গাভী হৃষ্টান্তরে॥
গোপনে মুকুন্দ ঘোষ নয়নে দেখিল।
অসম্ভব কর্ম্ম ভাবি আশ্চর্য্য মানিল॥
দুগ্ধ দিয়া গাভী পুনঃ সেই পথ ধরে।
প্রবেশ করিল গিয়া আপনার ঘরে॥
এখানে মুকুন্দ ঘোষ হয়ে লোমাঞ্চিত।
যেখানে ঢেলেছে দুগ্ধ তথা উপনীত॥
দেখিল পাষাণ স্তম্ভ লিঙ্গের আকার॥
গম্ভীর গহ্বর এক মস্তকে তাহার॥
দুগ্ধের রয়েছে চিহ্ন দেখিল নয়নে।
করযোড়ে প্রণাম করিল কায়মনে॥
বহুবিধ স্তব স্তুতি করে ভক্তি ভাবে।
জানিল অনাদি লিঙ্গ তপের প্রভাবে॥
কেদার তারক নাথে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত॥

মুকুন্দ ঘোষের স্তব ও শিব সহিত
কথোপকথন।

(ত্রিপদি।)

করি গোপ যোড় হাত, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত,
করে সেই শিবের চরণে।
বলে ওহে আশুতোষ, ক্ষমিয়া দাসের দোষ,

কি দিব রূপের তুল, রজত তুলনা ভুল

মহা তেজময় ত্রিলোচন।

অসীম মহিমা যার, তার তুলা কেবা আর,

কিবা ছার রজত কাঞ্চন ॥

গোপের তপের বলে, ত্রিপুরারী হাসি বলে,

শুন হে মুকুন্দরাম ঘোষ।

পূর্ব্ব সাধনের ফলে, আইলাম ভূমণ্ডলে,

তো'র প্রতি হইয়া সন্তোষ ॥

এই রূপ দেখে যেই, নিশ্চয় ভৈরব সেই,

হয় যেন স্বরূপ বচন।

কহিলাম সারোদ্ধার, জনম হবে না আর,

কর্ম্ম পাশে হবে বিমোচন ॥

আমার বচন শুন, এই যে লিঙ্গের গুণ,

তোমা হতে হইবে প্রচার।

করিব রোগের নাশ, পুরাইব অভিলাষ,

ভক্তি মতে ফল দিব তার ॥

যাহার যেমন শক্তি, মানিয়া করিলে ভক্তি,

সে বিপদে পাবে পরিত্রাণ।

দুগ্ধ আনি প্রতিদিন, লিঙ্গে করে প্রদক্ষীণ

ঢালি দিবে হয়ে যত্নবান।

তাহাতে অর্চ্চনা হবে, আমার সদনে রবে,

ভৈরব হইয়া সদাকাল।

লিঙ্গের স্থাপনে স্থিতি, পূজা পাবে নিতি নিতি,

[illegible] পাল।

তারমত্ম নৃপবরে, কহিবে বিশেষ করে,
গাভীর যতেক বিবরণ।
আর কিছু নাহি কবে, পরেতে প্রকাশ হবে,
কহিলাম স্বরূপ বচন ॥
শিব রূপ দেখে গোপ, বাহ্যজ্ঞান হলো লোপ,
দাড়াইয়া করে নিরীক্ষণ।
অন্তরে আনন্দ যত, সে কথা কহিব কত,
সেই জানে সাধক যেজন॥
কিঞ্চিত কালের পরে, গোপ কহে দীনস্বরে,
কৃপা করে দিলে দরশন।
পুলকে পূর্ণীত কায়, ধরণী লোটায়ে পায়,
প্রণমিল গোপ বিচক্ষণ ॥
যুড়িয়া যুগল পাণী, প্রেমে গদ গদ বাণী,
ভক্তি ধারা নয়নেতে বহে।
কি কব অধিক আর, অনিমিষে অনিবার,
পদতল নিরীক্ষয়ে রহে ॥
বলে শুন কাম অরি, এই নিবেদন করি,
মোর বংশ সুখে যেন থাকে।
তোমার সেবক হবে, দীর্ঘজীবী হয়ে রবে,
ভক্তি ভাবে পুজিবে তোমাকে ॥
শুনিয়া গোপের বানী, কহিলেন শূলপাণী,
কহি শুন হিত উপদেশ।
তক্ত হেতু তাই বলি, এই যে দুরন্ত কলি,
পাপেতে ভরিবে সর্ব্বদেশ ॥

বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি, হবে লোক পাপ দৃষ্টি,
বিপরিত ক্রমেতে প্রকাশ।
কলির চরিত্র যত, বিস্তারি বলিব কত,
কিছু কহিং হবে ভ্রান্তি নাশ॥
এতেক শুনিয়া ঘোষ, বলে প্রভু আশুতোষ,
কৃপা করি কহ সবিশেষ।
কেমন আচার ধর্ম্ম, কি রূপ করিবে কর্ম্ম,
কলি যত হইবেক শেষ॥
মন দিয়া শুন তবে, কলিতে যেমন হবে,
লোকের আচার ব্যবহার।
মুকুন্দ দাঁড়ায়ে পাশে, শিব কন প্রিয় ভাষে,
কলির চরিত্র কদাচার॥
কেদার বিনয়ে বলে, স্থান দিও পদতলে,
অন্তকালে হইবে সদয়।
শিব শিব বলি মুখে, প্রাণ যেন যায় সুখে,
বিনাশিবে কৃতান্তের ভয়।

—০—

অথ কলি চরিত্র কথন।

(পয়ার।)

দেবের দেবতা শিব প্রকাশি করুনা।
শুন হে মুকুন্দ কন কলির বর্ণনা॥
ভারত আগমে আছে বিশেষ প্রকাশ।
এবে কহি শুন তবে কিঞ্চিৎ আভাস॥
পরমায়ু বুদ্ধি বল তেজ হবে হ্রাস।

শূদ্র গৃহে দ্বিজ প্রায় করিবেক বাস ॥
স্বধর্ম্মে নারবে রুচি হবে স্বেচ্ছাচারী ।
প্রতারণা ব্রতে ব্রতি রবে নর নারী ॥
সন্দেহ হইবে শাস্ত্র মানিবে না বেদ ।
ভ্রষ্ট মত না থাকিবে ধর্ম্মে ভেদাভেদ ॥
অল্প আয়ু হেতু বিদ্যা না হবে অভ্যাস ।
বিদ্যা হীন হলে হবে অজ্ঞান প্রকাশ ॥
অজ্ঞান হইতে লোভ লোভ হতে ক্রোধ ।
ক্রোধ হতে মোহ যাহে নাহি বোধাবোধ ॥
ক্রোধ মোহ লোভ হতে কাম পরায়ণ ।
করিবে কদর্য্য কার্য্য অকথ্য কথন ॥
না রবে সম্বন্ধ ভেদ জাতির বিচার ।
যাতে তাতে হবে মুগ্ধ অতি কদাচার ॥
শূদ্রগণ দ্বিজে দিবে ধর্ম্ম উপদেশ ।
তপস্যা বর্জ্জিত হবে পাবে বহু ক্লেশ ॥
নীচ লোক যারা তারা রবে ধন মানে ।
ভদ্রলোক যত সব মত্ত সুরাপানে ॥
স্বধর্ম্ম হইবে হীন কলির ব্রাহ্মণ ।
কেবল হইবে শিশ্নোদর পরায়ণ ॥
বসন হইবে শণ নির্ম্মিত সকল ।
পুরুষ হইবে স্ত্রৈণ রমণী প্রবল ॥
মাংস লোভে পশু হিংসা সর্ব্বদা করিবে ।
মৎস্য অজ, মেষী দুগ্ধে জীবন রাখিবে ॥
পূজা জপ তপ সব হইবে বর্জ্জিত ।

মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে৷ হবে প্রকাশিত ॥
হিংসা দ্বেষ করিবেক সদা পরস্পরে।
অনাথিনী বিধবাকাঞ্চন লবে হরে ॥
ঔষধের হীন বীর্য্য রোগের প্রবল।
কলির মনুষ্য প্রায় হইবেক খল ॥
বলে ছলে পরধন করিবে হরণ।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হবে যত নরগণ ॥
নীচ কর্ম্মে আবিরত হইবেক রত।
সে সব তোমারে আর বলিব হে কত ॥
সমভাগে ঋতুগণ না হবে উদয়।
শস্যহীনা বসুন্ধরা কহিনু নিশ্চয় ॥
ফুলের উপরে ফুল ফলোপরি ফল।
সময়ে না দিবে কভু জলধরে জল ॥
অকালে হইবে ঘোর বারি বরিষণ।
মধ্যে২ প্রজ্বলিত হবে হুতাশন ॥
অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে ভাস্কর।
রাহুগ্রস্ত হইবেন অতি ভয়ঙ্কর ॥
সময়ে সময়ে বায়ু হইয়া প্রবল।
গৃহ তরু একেবারে ভাঙ্গিবে সকল ॥
তাহাতে লোকের হবে দুঃখ ভয়ঙ্কর।
দিনান্তে না পাবে অন্ন পূরিতে উদর ॥
ক্ষুধার জ্বালায় সদা করিবে অধর্ম্ম।
গোবধ স্ত্রীবধ আদি কদাচার কর্ম্ম ॥
ধন লোভে অনায়াসে সাধুকে বধিবে।

সহোদর সহোদরে বঞ্চনা করিবে ॥
পুত্র জয়ে পিতারে বধিবে অনায়াসে ।
পিতা পুত্রে বিনাশিবে পরম উল্লাসে ॥
স্বামীরে অবজ্ঞা করি দুষ্টা নারীগণ ।
পর পুরুষের কাছে করিবে গমন ॥
সন্তুষ্ট চিত্তেতে দুষ্ট লোকের মন্ত্রণা ।
শুনিয়া আপন ইষ্ট করিবে সাধনা ॥
কন্যাগণ স্ব ইচ্ছায় করিবে বিবাহ ।
তাহাতে পিতার তার পরম উৎসাহ ॥
না থাকিবে গঙ্গাজল পাপের প্রভাবে ।
দেবমূর্ত্তি ধর্ম্ম চিহ্ন কিছু না থাকিবে ॥
ষোল বর্ষ পর্য্যন্ত আয়ুর পরিমাণ ।
অষ্ট বর্ষে নারীর গর্ভের অনুমান ॥
সমুদয় চতুষ্পথে বারনারীগণ ।
দ্বার দিয়া বসিবেক পরিয়া ভূষণ ॥
লম্পটের কোলাহল দৌরাত্ম্য ভীষণ ।
নানা চাতুরিতে ধন করিবে হরণ ॥
ধন অভিলাষে শুক্র করিবে বিক্রয় ।
তাহে পাপ রাশি২ না করিবে ভয় ॥
সর্ব্বদা দম্পতী সহ কলহ হইবে ।
ক্রয় বিক্রয়ের কালে বঞ্চনা করিবে ॥
নিম্ন ভূমে কৃষিকার্য্য হবে সম্পাদন ।
সময়ে না দিবে কর যত তস্করগণ ॥
বায়স পেচক পক্ষী ডাকিবে সঘনে ।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে গগণে ॥
বিমানে নক্ষত্র সব প্রভা শূন্য হবে
ভূরিং উল্কাপাত ভয়ঙ্কর রবে ॥
সপ্ত সূর্য্যোদয় হবে অনল সমান।
অস্থির হইবে জীব ভয়ে কম্পমান ॥
দাবানল সব দিক্ হইবে দাহন।
দেশ ছাড়ি বনান্তরে করিবে গমন ॥
অন্ন ভিন্ন ক্ষুণ্ণ লোক ছিন্ন ভিন্নাকার ॥
আর কি বলিব শেষে হবে একাকার ॥
কলির চরিত্র এই কহিলাম সার।
কলিযুগে ধর্ম্ম রাখা হইবেক ভার ॥
তুমি মম ভক্তপ্রিয় সেই হেতু বলি।
আমার নিকটে থাক কি করিবে কলি ॥
আমার বামেতে রবে হইয়া ভৈরব।
দুর্ব্বা দিয়া অগ্রে পূজা করিবেক সব ॥
তার পর মম পূজা করি ভক্তগণ।
অনায়াসে শিবলোক করিবে গমন ॥
এতেক শুনিয়া গোপ জুড়ি দুই কর।
বলে এক নিবেদন শুন মহেশ্বর ॥
কেমনে কলির জীব পাবে পরিত্রাণ।
সেই কথা বল প্রভু করুণা নিদান ॥
দুর্জ্জয় পাপেতে লোক কিসে হবে পার
কৃপা করি কহ কিছু উপদেশ তার ॥
ভক্তের তাপনা কথা মেঘ ক্লাজ্ঞেল।

কহি কিছু বিবরণ যাহে পাপ নাশ ।
কেদার তারক নাথে সঁপি নিজ চিত ॥
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত ॥

—o—

অথ শিব উক্তি কলির জীবের উদ্ধারের
উপদেশ কথন ।

রাগিণী মুলতানী তাল—আড়াঠেকা ।

শিব পদাম্বুজে চল মন মধুকর । সে সুধা করিলে পান হইবে অমর ॥ পড়িয়া ভব অকূ-লে, সংসার কিংশুক ফুলে, কি সৌরভে আছ ভুলে, রে তুমি পামর । সৌরভ নাহিক যার, কি গুণে গৌরব তার, করিতেছ অনিবার, কর্ম্ম ভয়ঙ্কর । কেদার কতবা কবে, শিব পদাম্বুজে কবে, বল মন ভৃঙ্গ যাবে, কেন কালহর ॥

লঘুত্রিপদি ।

শুন অতপর, কলিযুগে নর,
যেরূপে পাইবে ত্রাণ ।
হয়ে সদাচার, ত্যজি অহংঙ্কার,
যথা শক্তি দিবে দান ॥
অতিথি সেবন, ব্রাহ্মণ ভোজন,
করাইবে ভক্তি মতে ।
সত্য কথা কবে, সাবধানে রবে,
চলিবেক সাধু পথে ॥
হর হরি নাম, লবে অবিশ্রাম,

পূজা নাহি কার মনে ॥

হরি বিনে আর, নাহি প্রতিকার,
দুরন্ত কাল শাসনে ॥
ধন্য ধন্য কলি, হরি হরি বলি,
ত্রাণ পাবে ভবার্ণবে।
নাহি কোন ক্লেশ, তপস্যা অশেষ,
কিছু না করিতে হবে ॥
পূর্ব্বযুগে নর, সহস্র বৎসর,
একাসনে তপ করি।
অনশন ব্রত, প্রাণ ওষ্ঠাগত,
তথাপি না পেতো হরি ॥
জ্বালিয়া পাবক, তাহাতে মস্তক,
রাখি উর্দ্ধে পদদ্বয়।
সে তপস্যা ঘোর, কি কব কঠোর,
তবু দরশন নয় ॥
জল মধ্যে পশি, শীত-কালে বসি,
ধ্যান যোগ যোগাসনে।
এরূপ দুষ্কর, তপ ভয়ঙ্কর,
যে করিত প্রাণপণে ॥
কাল ক্রমে হরি, তারে দয়া করি,
দিতেন বাঞ্ছিত বর ॥
কিন্তু কিছু দোষ, পেলে করি রোষ,
শাপ হতো ঘোরতর ॥
[illegible] হরি [illegible], সে [illegible]

এক জ্ঞানে নাম লয়।
এই ভব পাশে, মুক্ত অনায়াসে,
আর জন্ম নাহি হয়॥
অভেদ যে জন, করয়ে স্মরণ,
নাহি তার সমতুল।
দ্বেষ নাহি যার, সেই ভক্ত সার,
কিন্তু ইথে ভক্তি মূল॥
অধিক কি কব, হর হরি রব,
করয়ে কলুষ নাশ।
সুলভ এ হতে, নাহি কোন মতে,
নামে ছেদ কর্ম্ম ফাঁস॥
মোরে ত্যজি হরি, ভজে ভক্তি করি,
তারে হরি প্রতিকূল।
ভেদ জ্ঞান হলে, ডুবে মোহ জলে,
কিছুতে না পায় কূল॥
কলির বৈষ্ণব, করে অসম্ভব,
শিব শক্তি প্রতি দ্বেষ।
জবা বিল্বদল, আর গঙ্গাজল,
পরশিতে মহা ক্লেশ॥
প্রসাদ না খায়, প্রমাদ ঘটায়,
করে বাদ দেব সনে।
হরি নামামৃত, সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত,
তথাপিহ ভ্রান্তি মনে॥
হরি নামে কাঁদে, বলে রাধে রাধে,

ভাবেতে দশায় পায়।
বাজায়ে মৃদঙ্গ, করতাল সঙ্গ,
চক্ষু জলে ভেসে যায়॥
কৌপীন করঙ্গ, সুশোভিত অঙ্গ,
আর নামাবলি গায়।
সাত্ত্বিক আহার, থাকে সদাচার,
অন্যের অন্ন না খায়॥
সাধুর লক্ষণ, আছে বিলক্ষণ,
দেখে শ্রদ্ধা হয় মনে।
দ্বেষ না থাকিত, তবে কে পাইত,
কলির বৈষ্ণবগণে॥
করে ভেদ জ্ঞান, না পাইবে ত্রাণ,
কেবল হরি সাধনে।
একে পঞ্চময়, পঞ্চে এক হয়,
নাহি বুঝে মূঢ় জনে॥
সদা ইষ্টদেবে, নিষ্ঠা মতে সেবে,
সেই ধন্য চরাচরে।
কহিলাম এই, দ্বেষ ত্যজে যেই,
তার পদ পূজা করে॥
দ্বন্দ্ব যায় দূর, আনন্দ প্রচুর,
একাকার জ্ঞান হতে।
বেদাগম উক্তি, জ্ঞান বিনে মুক্তি,
নাহি হয় কোন মতে॥
দ্বন্দ্ব [illegible], গোপ্য হতে কয়,

শুন হে মুকুন্দ ঘোষ।
করে বিস্তারিত, কহিনু উচিত,
কলির যে গুণ দোষ।
রোমাঞ্চ শরীর, নেত্রে সুখ নীর,
প্রণমিয়া শিব পদে।
কেদারে এবার, করহে নিস্তার,
এভব ঘোর বিপদে।

হেহর! সংহর হর ভব দুঃখহর। নিতান্ত শরণাগত এভব কিঙ্কর। বিল্বদলে গঙ্গাজলে, ভক্তিভাবে পদতলে, শুনেছি যেজন ঢালে, তারে কৃপা কর॥ হেন দয়া কার নাই, শরণ লয়েছি তাই, বিপদে শ্রীপদ চাই, ওহে গঙ্গা ধর। কেদারে হয়োনা বাম, পুরাওহে মনস্কাম, শুনিয়াছি নিলে নাম, কালে পায় ডর॥

অথ মুকুন্দ ঘোষ কৃত শিবের স্তব।

পয়ার।

কৃতাঞ্জলি হয়ে গোপ করে নিবেদন।
কৃপা করি শুনালে কলির বিবরণ॥
হে শিব শঙ্কর শম্ভু শশাঙ্ক শেখর।
অনাদি পুরুষ তুমি পূর্ণ পরাৎপর॥
কখন কিরূপে কারে তার দয়া করি।
তব নাম ভব সিন্ধু তরিবার তরি॥

প্রণমামি বিশ্বনাথ বিপদ ভঞ্জন ।
ব্রহ্মাণ্ড বাঁচালে বিষ করিয়া ভক্ষণ ॥
প্রণমামি আশুতোষ অনাদি কারণ ।
কটাক্ষেতে কর দেব সৃষ্টির সৃজন ॥
বিশ্বময় বিশ্বাশ্রয় বিশ্বের পালক ।
অপরূপ বিশ্বরূপ বিশ্বের জনক ॥
ভূতেশ মহেশ ভূতনাথ ভূতেশ্বর ।
ভবোদ্ভূত পঞ্চভূত জগত চরাচর ॥
গঙ্গাধর শশধর ধরিয়াছ ভালে ।
ববম্ ববম্ বম্ বাদ্য কর গালে ॥
ত্রিশূল ডমরু করে চিতা ভস্ম গায় ।
অস্থি মালা গলে দোলে কিবা শোভা তায় ॥
জটায় জাহ্নবী মাতা সদা বিরাজিত ।
রজতাঙ্গে ভুজঙ্গেতে আছয়ে বেষ্টিত ॥
খাইয়া ধুতুরা সিদ্ধি আঁখি ঢুল ঢুল ।
ভুবন মোহন কভু কখন বাতুল ॥
বাজায়ে ডমরু শিঙ্গা গৌরী গুণ গাও ।
জগতের পতি হয়ে ভিক্ষা মেগে খাও ॥
শ্মশানে সর্ব্বদা বাস লয়ে প্রেত ভুত ।
তোমার সতেক কার্য্যঃ সকলি অদ্ভুত ॥
কে পায় অনাদ্যে অন্ত অনন্ত মূরতি ।
আর কি করিব স্তুতি আমি মূঢ় মতি ॥
হায় গোপকুলে মোর হয়েছে জনম ।
বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি হীন দীন নরাধম ॥

নিজ গুণে ত্রিলোচন করিলে কৃতার্থ।
দয়াময় নাম তব একথা যথার্থ॥
দয়ায় দিয়াছ দেখা এ দীন দুর্ব্বলে।
এখন বাসনা এই রব পদতলে॥
কি ছার সংসার আর দারা পরিজন।
এবে জানিলাম কেহ নহেত আপন॥
মায়ায় মোহিত হয়ে ভ্রমিতেছি মদে।
ইন্দ্রিয় কুহকে পড়ে বিষম বিপদে॥
বিষয় বিষের কাঁটা ফুটিয়াছে গায়।
ভেবে দেখি কিছুমাত্র সুখ নাহি তায়॥
অনিত্য সংসারে আর নাহি প্রয়োজন।
ও চরণ সুধার্ণবে হইব মগন॥
কি করিতে হবে বল দেব ত্রিপুরারি।
এবে হইলাম আমি তব আজ্ঞাকারি॥
এরূপ গোপের কথা শুনি মহেশ্বর।
হাস্য মুখে মুকুন্দরে দিলেন উত্তর॥
পূর্ব্বে যা বলেছি তার অন্যথা না হবে।
ভৈরব হইয়া তুমি চির কাল রবে॥
করিবে তোমার পূজা মম ভক্ত যত।
অগ্রে দুগ্ধ ঢালিবেক মাথা যার যত॥
গৃহে যাহ কহ গিয়া গাভীর বৃত্তান্ত।
তার মধ্য মম ভক্ত ধর্ম্ম শীল শান্ত॥
অন্য কে বিশেষ তত্ত্ব কিছু না কহিবে।
পরে যা হইবে সব জানিতে পারিবে॥

ইহা বলি ভূত নাথ হৈলা অদর্শন।
উদ্দেশে প্রণাম করে গোপের নন্দন॥
আপনাকে ধন্য মানি গৃহেতে আইল।
গোয়ালে রয়েছে গাভী নয়নে দেখিল॥
গোপনে গাভীর পদে করিল প্রণাম।
বলে কৃপাময়ী দীনে না হইবা বাম॥
সাক্ষাৎ কপিলা তুমি শিবের শিবানী।
কত রূপে প্রকাশিতা কিবা তার জানি॥
এরূপ বিবিধ স্তব করে প্রেম ভরে।
বারং নয়নেতে ভক্তি ধারা ঝরে॥
গোপনে রাজাকে বন্দি হির করি মনে।
ভাবিতেং গেল নিজ নিকেতনে॥
কেদার তারক নাথে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত॥

অথ ভারমল্ল রাজার যশ ও নগর বর্ণন।
দীর্ঘ ত্রিপদি।

ভারমল্ল দেবদাস, রামনগরেতে বাস,
করে রাজা বহু কাল হতে।
ক্ষত্র কুল সম্ভব, ভয়ানক দম্ভরব,
হীন বল নহে কোন মতে।
দুষ্টের দমন কারী, সর্ব্ব লোক আজ্ঞাকারী,
রাজ্যের যতেক প্রজাগণ।
স্বজনে সন্তুষ্ট অতি, দেব দ্বিজে নিষ্ঠা মতি,

প্রাণান্তে অধর্ম্মে নহে মন ॥
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত সহ, শাস্ত্রালাপ অহরহ,
রাজ কার্য্যে অতি সুনিপুণ।
সন্ধ্যার সময়াতীত, নাহি হয় কদাচিত,
কত কব নৃপতির গুণ ॥
অতিথি সেবায় রত, নিত্য কর্ম্ম বিধি মত,
তাহে ত্রুটি নহে কদাচিত।
ভাণ্ডারে প্রচুর ধন, অকাতরে বিতরণ,
কালে কার্য্য করে যথোচিত ॥
রাজার রাজ্যের লোক, সবে শূন্য রোগ শোক,
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ঘর।
নৃত্য গীত মহোৎসবে, মগন হইয়া সবে,
সুখে বাস করে নিরন্তর ॥
হিংসা দ্বেষ মৎসরতা, নাহি কার মিথ্যা কথা,
কেহ কার দ্রব্য নাহি লয়।
রাজা প্রজা পুণ্যবান, কিবা পুণ্য ভূমি স্থান,
নগরেতে বহু দেবালয় ॥
কত দীর্ঘ সরোবর, স্থানে স্থানে মনোহর,
তাহে সুনির্ম্মল কিবা জল।
তীরে শোভে পুষ্প বন, হেরিলে হরয়ে মন,
জলে বিকশিত শতদল ॥
চারি দিকে গড় কাটা, উপরে প্রাচীর আঁটা,
রাজ গৃহ যেন স্বর্গপুর।
পাষাণ নির্ম্মিত ঘর, স্থানে স্থানে উচ্চতর,

প্রবেশিলে তাপ যায় দূর ॥

মহালাতে মাল খানা, বসেছে প্রহরী থানা,

মোগল পাটান রাজপুত।

ঢাল খাঁড়া তলোবার, সবে রক্ষা করে দ্বার,

জ্ঞান হয় যেন যম দূত ॥

যতেক সিপাহি চরে, বন্দুকে আওয়াজ করে,

তরঙ্গিত তুরঙ্গেতে উঠে।

কেহ মত্ত করিবরে, নগর ভ্রমণ করে,

কেহ ফিরে উটে উঠে ছুটে॥

নহবত ঘন ঘন, বাজে দাঁড়ি ঢন ঢন,

কত জন কত দিকে ধায়।

দেবালয়ে চণ্ডি পাঠ. নটেতে করয়ে নাট,

ভট্টগণ যশ গুণ গায় ॥

রাজ কর্ম্মচারি যত, নিয়মিত কার্য্যে রত,

পরস্পরে হইয়া মিলন।

কেহ কার প্রতি দেষ, নাহি অধর্ম্মের লেশ,

সাধু শীল সভাসদ্‌গণ ॥

পাত্র মিত্র পুরোহিত, নৃপে কহে হিতাহিত,

বিহিত কর্ত্তব্য কার্য্য করে।

রাজা বসি সিংহাসনে, বেষ্টিত পণ্ডিতগণে,

কার সাধ্য কথা কয় ডরে ॥

সূক্ষ্ম দর্শি নরপতি, বিচারে নিপুন অতি,

দয়া শীল, কুটিলতা হীন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দান, দিয়ে [illegible]

নগরেতে কেহ নাহি দীন ॥
হেতায় মুকুন্দ মনে, চিন্তা করে প্রতিক্ষণে,
কেমনে রাজার কাছে যাই ।
গোপনে কহিতে হবে, কেহ সঙ্গে নাহি রবে,
এমন সময় কিসে পাই ॥
এত ভাবি চিন্তাকুল, এলায়ে পড়েছে চুল,
বেশ যেন পাগল সমান ।
তারক চরণে চিত্ত, কেদারে সঁপিয়া গীত,
বিরচিল হয়ে সাবধান ॥

—০:০:০—

মুকুন্দ ঘোষের সহিত রাজার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ।

পয়ার ।

রাজার পূজায় করে নিত্য আয়োজন ।
বন্দ্য বংশ খ্যাত সেই রাড়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
সদা সদাচারে থাকে নাম সদানন্দ ।
কোন কালে কার সনে নাহি কোন দ্বন্দ্ব ॥
মুকুন্দ মনেতে এই ভেবে কৈল স্থির ।
চলিল দ্বিজের কাছে রোমাঞ্চ শরীর ॥
বৈকালেতে বাস গৃহে শয্যায় শয়ন ।
হেন কালে গোপ সুত করিল গমন ॥
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণমিল ব্রাহ্মণ চরণে ।
দ্বিজ কহে কেন হেতা কিসের কারণে ॥
[illegible] কাছে ।

বলে এক নিবেদন গোপনেতে আছে ॥
এত শুনি দ্বিজ সেই গোপ সুতে লয়ে।
নির্জ্জনে বসিল দোঁহে আনন্দিত হয়ে ॥
মুকুন্দ কহিল শুন কহি জাতিস্মর।
এক কথা কহিতে মনেতে করি ডর ॥
না কহিলে নয় তাই এসেছি কহিতে।
গোপনে করিব দেখা রাজার সহিতে ॥
আছয়ে বিশেষ কিছু কব বিবরণ।
সময় বুঝিয়া কবে মম নিবেদন ॥
গোপনে এদীন যাহে দরশন পায়।
এই কথা বুঝাইয়া কহিবে রাজায় ॥
দ্বিজ বলে আগে মোরে কহ বিবরণ।
তবেত কহিব শুন গোপেন্দ্র নন্দন ॥
গোপ জাতি গোরক্ষক থাকহ গোয়ালে।
কি বিশেষ কথা আছে কাছে মহিপালে ॥
গোপ বলে পরে তাহা হইবে প্রকাশ।
তোমার নিকটে আগে না কব আভাস ॥
এত শুনি সদানন্দ সদানন্দে ভাসে।
কহিব তোমার কথা নৃপতির পাশে ॥
নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে করিল গমন।
মুকুন্দ করেন চিন্তা শিবের চরণ ॥
গোধূলি সময়ে দ্বিজ রাজ গৃহে যায়।
মুকুন্দ ঘোষের ভাব ভাবিয়া না পায় ॥

সাবধানে সর্ব্বদা রাজার কাছে কয় ॥
সন্ধ্যার সকল দ্রব্য সাজাবার কালে।
সেই পুজালয়ে আইলেন মহিপালে ॥
সম্ভ্রমে উঠিল দ্বিজ রাজারে দেখিয়া।
মুকুন্দের কথা সেই কালে কহে গিয়া ॥
শুন শুন মহীপাল করি নিবেদন।
মুকুন্দ ঘোষের কিছু শুন বিবরণ ॥
অদ্য আসি মম স্থানে কহিল গোপনে।
কি মতে গোপনে দেখা হবে নৃপ সনে ॥
আমারে বলিল প্রভু অনুগ্রহ করি।
কহিবে দাসের কথা তব পদে ধরি ॥
গোপনে বিশেষ কব রাজার গোচরে।
দাসে জেন দেন দেখা অনুগ্রহ করে ॥
এতেক দ্বিজের মুখে শুনিয়া রাজন।
কল্য প্রাতে হবে দেখা শুন হে ব্রাহ্মণ ॥
কহিবে তাহারে প্রাতে উদ্যানেতে যায়।
প্রভাতে নিশ্চিত আমি যাইব তথায় ॥
এত বলি সন্ধ্যা কার্য্য কৈল সমাপন।
যেন আচম্বিতে হৈল পুলকিত মন ॥
শয়ন মন্দিরে যান ভাবিতে ভাবিতে।
মুকুন্দ করিবে দেখা আমার সহিতে ॥
সাত পাঁচ ভাবি নৃপ শয়ন করিল।
নিদ্রা বশে নৃপবর স্বপন দেখিল ॥
শিয়রে বসিল আসি শূল করি করে।

বাঘাম্বর পরিধান ভস্ম কলেবরে ॥
হেরিল অদ্ভুত মুর্ত্তি অপরূপ বেশ।
স্বপ্নে দেখা দিয়া নৃপে গেলেন মহেশ ॥
কিছু মাত্র না বলিয়া ঠাকুর ঈশান।
রাজার শিয়র হৈতে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
দেখি নৃপতির ভয় হর্ষ উপস্থিত।
থর থর কাঁপে অঙ্গ চিত্ত পুলকিত ॥
জাগিয়া প্রভাত কৈল রজনী রাজন।
প্রভাতে উঠিয়া কৈল উদ্যানে গমন ॥
দেখেন মুকুন্দ ঘোষ দাড়াইয়া আছে।
রাজা তারে ডাকিলেন আপনার কাছে ॥
ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া পার্শ্বেতে দাড়ায়।
রাজা বলে কি বলিবে বলতো আমায় ॥
গোপ বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
নির্জ্জনে বলিব সেই সব বিবরণ ॥
কেদার তারক পদে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত ॥

—:০:—

তারক নাথের প্রকাশ বিবরণ।

দীর্ঘ ত্রিপদি।

এত শুনি নরপতি, গোপে লয়ে শীঘ্র গতি,
নির্জ্জনে বসিল দুইজনে।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল, গোরক্ষক বহু কাল,
আছ তুমি আমার ভবনে ॥

এবে কি বলিবে বল, মঙ্গল কি অমঙ্গল,
বিশেষিয়া সেই কথা কহ।
রাজার শুনিয়া বাণী, জুড়িয়া যুগল পাণী
নৃপে গোপ কহে ভক্তি সহ॥
শুন কহি নর রায়, লোমাঞ্চ হতেছে কায়,
এমত না হেরি কোন কালে।
ভারতী নামেতে গাই, তাহার চরিত্র গাই,
যা দেখিনু থাকিয়া গোয়ালে॥
ভারতী গর্ব্বিণী ছিল, দ্বি মাস গত হইল,
প্রসবিল বৎস সুদর্শন।
একুশ দিনের পরে, গাভী দোহনের তরে,
বৎস খোঁড়ে করিনু বন্ধন॥
প্রত্যূষে সত্বর হয়ে, যাই কাছে বৎস লয়ে,
দুগ্ধ পিয়ে নাড়িয়া লাঙ্গুল।
পরে দোহনেতে যাই, বাঁটে কিছু দুগ্ধ নাই,
ভাবিয়া না পাই কিছু মূল॥
কি কব আশ্চর্য্য ভূপ, বার দিন এই রূপ,
তিল মাত্র দুগ্ধ নাহি পাই।
মনেতে বিচার করি, লুকাইয়ে বিভাবরী,
সাবধানে জাগিয়া পোহাই॥
কিঞ্চিত থাকিতে রাতি, কেহ সঙ্গে নাহি সাথি,
গৃহে প্রবেশিল একজন।
গাভীর নিকটে গিয়া, পদে তার প্রণমিয়া,
খুলে দিল গলের বন্ধন॥

অনায়াসে খুলিল দ্বার, শব্দ মাত্র নাহি তার,
দেখে স্তব্ধ হইলাম আমি।
বন্ধন মোচন পেয়ে, গাভী যায় বেগে ধেয়ে,
পিছে যাই হয়ে দ্রুত গামী॥
কি জানি মনের সুখে, চলিল উত্তর মুখে,
বালগড়ি গ্রামের পশ্চিম।
চারি দিকে পূর্ণ জল, কিছু তার মধ্যে স্থল,
তাহে গুল্ম লতা বিল্ব নিম॥
তথা প্রবেশিল গাই, আমি পিছে পিছে যাই,
গোপনে থাকিয়া কিছু দূর।
দেখিলাম নিরখিয়ে, বনের মধ্যেতে গিয়ে,
নানা জাতি কুসুম প্রচুর॥
একে তাহে মধুমাস, জলে কমলের বাস,
বহিতেছে মলয় পবন।
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর, উড়িছে কুসুমপর,
পঞ্চ স্বরে ডাকে পিক গণ॥
জলে স্থলে বিকসিত, পুষ্প গন্ধে আমোদিত,
হেরিয়া প্রফুল্ল হৈল মন।
গাভী গিয়ে হেন কালে, লিঙ্গোপরি দুগ্ধ ঢালে,
যেন বরিষার বরিষণ॥
দুগ্ধ দিয়ে গাভী যায়, পাছে না ফিরিয়া চায়,
গৃহ মুখে চলিল সত্বর।
এসব দেখিয়া তথা, দুগ্ধ ঢেলেছিল যথা,
সেখানে গেলাম তার পর॥

যুড়িয়া যুগল হাত, করিলেন প্রণিপাত,
স্তব স্তুতি নিকটে যাইয়া।
কি কহিব অপরূপ, মস্তক উপরে কূপ,
প্রকাশিত মেদিনী ভেদিয়া॥
ভারতী ঢেলেছে ক্ষীর, শিরে যেন গঙ্গা নীর,
গঙ্গাধর লিঙ্গে অধিষ্ঠান।
নিশ্চয় বিশ্বাস এই, বারানসী তুল্য সেই,
মনোহর মহা পুণ্য স্থান॥
কে কোথা দেখেছে হেন, শিলা স্তম্ভে গাভী কেন,
দুগ্ধ ঢালে হয়ে আনন্দিত।
জীবের নাশিতে দুখ, আবির্ভাব পঞ্চ মুখ,
লীলা হেতু হৈলা প্রকাশিত॥
যদি হয় অভিমত, গাভীর চরিত যত,
দেখাইতে পারি সুনিশ্চয়।
রাজ বেশ পরিহরি, এ কিঙ্করে সঙ্গে করি,
সংগোপনে প্রাতে যেতে হয়॥
তুমি পুণ্যবান ভূপ, দেখিবে লিঙ্গের রূপ,
অপরূপ কানন ভিতর।
মিথ্যা নহে এই কথা, দেখাইব চল তথা,
যথা সেই অনাদি শঙ্কর॥
বলিতে বলিতে গোপ, শূন্য জ্ঞান সজ্ঞা লোপ,
আধ বাণী বদনে নিঃসরে।
মুকুন্দ এতেক বলি, হয়ে নত কৃতাঞ্জলি,
শিব পদ চিন্তয়ে অন্তরে॥

ভূপতি গুণজ্ঞ গুণি, গোপের বচন শুনি,
ভক্তি ভাবে স্মরেন স্বপন।
কেদারের অভিলাস, পূরাবেন দিক্‌বাস,
অন্তে যেন পাই ও চরণ ॥

—০ঃ০ঃ০—

অথ ভারমল্ল নৃপতির মুকুন্দের সহিত কথোপ
কথন ও শিব দর্শনে গমন।

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা

শিব নাম অবিশ্রাম বদনে মন বল বল। শিব
নাম লয়ে মুখে শিব ধামে চল চল। কর পান
নামামৃত, আপনা হইবে মৃত, নিশ্চয় করিবে হত,
অশিব সকল। দেখ শয়মান বেলা, এ নামে
কোরোনা হেলা, বাঁধ শিব পদে ভেলা, ভবের
সম্বল। কেদার জেনেছে সার, ভব সিন্ধু পারা-
পার, অনাসে করেন পার, শিব সে কেবল।

পয়ার।

রাজা কসে মিথ্যা নহে তুমি যা বলিলা।
নিশ্চয় হতেছে বোধ শঙ্করের লীলা ॥
ভগবতী গাভী রূপে সংসারে প্রকাশ।
ভারতী সাক্ষাৎ শিবা হইল বিশ্বাস ॥
ব্রাহ্মণ তোমার কথা যখন বলিল।
তদবধি হৃদ পদ্ম প্রফুল্ল হইল ॥
নিশি যোগে দেখিলাম স্বপ্ন চমৎকার।
শির ভাগে বসিলেন ভৈরব আকার ॥

ত্রিশুল ডমরু করে ভস্ম মাখা গায়।
সে রূপ হেরিয়া হৈল লোমাঞ্চিত কায় ॥
দীনে দেখা দিয়া দেব হৈলা অন্তর্ধান।
নিশ্চয় জানিনু সেই দয়ালু ঈশান ॥
অদ্য রজনীতে তুমি থাক এই খানে।
প্রত্যূষে মিলিয়া দোঁহে যাব সাবধানে ॥
গাভীর পশ্চাত গামী হইব গোপনে।
কেহ নাহি জানে যেন যাব দুই জনে ॥
ইহা বলি ভারমল্ল রাজা পুণ্যবান।
ভাবিতে ভাবিতে কত নিজালয়ে যান ॥
সন্ধ্যা পূজা সমাপিয়া করিলা ভোজন।
ভোজনান্তে রাজ কার্য্য কৈল সমাপন ॥
রজনী পোহায় মাত্র স্মরিয়া শঙ্কর।
নিশি শেষে নর নাথ উঠিল সত্বর ॥
উদ্যানে উদয় হৈল মুকুন্দ যথায়।
দুজনে মিলিয়া পরে গোশালায় যায় ॥
লুকায়ে রহিল তথা নিভৃত স্থানেতে।
হেন কালে যায় গাভী উত্তর মুখেতে ॥
থাকিয়া অনতিদূরে নৃপ গোপ সুত।
দেখয়ে আসিছে গাভী দেখিতে অদ্ভুত ॥
দ্রুতবেগে প্রবেশিল বনের ভিতর।
অকাতরে দুগ্ধ ঢালে স্তম্ভের উপর ॥
গোপনে থাকিয়া রাজা দেখিল নয়নে।
অপরূপ দেখি হৈল আনন্দিত মনে ॥

দুগ্ধ দিয়া ফিরে ঘরে ভারতী চলিল।
লিঙ্গের নিকটে দোহে আসিয়া দেখিল ॥
রাজা বলে শুন গোপ তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে ভবার্ণবে পাই যদি ত্রাণ ॥
এই লিঙ্গ উঠাইয়া গড়ের ভিতর।
লয়ে যাব ঘরে বসি পূজিব শঙ্কর ॥
ভক্তি ভাবে বিধি মত করিব অর্চ্চনা।
তোমারে কহিনু এই মনের বাসনা ॥
গোপ বলে মহারাজ যাহা ইচ্ছা হয়।
নিষেধ কি বিধি দিতে মম সাধ্য নয় ॥
আপনি সুবিজ্ঞ অতি ধার্ম্মিক প্রধান।
আমি হীন জাতি তাহে নাহি কোন জ্ঞান ॥
রাজা বলে দয়াময় নাম আশুতোষ।
করিবেন বাঞ্ছা পূর্ণ ক্ষমি যত দোষ ॥
এতেক বলিয়া ভারমল্ল নৃপবর।
হাত দিয়া দেখে শিরে হস্তেক গহ্বর ॥
নাড়িয়া দেখিল রাজা কিছুতে না নড়ে
এ পাথর কেমনে লইয়া যাব গড়ে ॥
সাত পাঁচ ভাবি গেল আপন নগরে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত ডাকিল সত্বরে ॥
বিশেষিয়া কহিল গাভীর বিবরণ।
চমৎকার জ্ঞান কৈল শুনি সর্ব্বজন ॥
রাজা বলে সেই লিঙ্গ উঠায়ে আনিব।
গড়ের ভিতরে আনি স্থাপন করিব ॥

বিলম্বে নাহিক আর কোন প্রয়োজন।
নিশ্চয় আনিব গড়ে দেব ত্রিলোচন ॥
সত্বরে করহ সজ্জা ডাক বাদ্যকর।
একথা ঘোষণা দেহ নগর ভিতর ॥
রাজার বদনে শুনি এতেক বচন।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে ধায় অনুচরগণ ॥
আনন্দের কোলাহল নগরে উঠিল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ দেখিতে ধাইল ॥
নানা বিধ বাদ্য সব বাজিতে লাগিল।
মুকুন্দ ঘোষের মনে আনন্দ বাড়িল ॥
কেদার তারক পদে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত ॥

—ঃ০ঃ—

অথ রাজার লিঙ্গ উঠাইতে গমন।

লঘু ত্রিপদি।

রাজার আদেশে, যার যেই বেশে,
রাজ গৃহে উপনীত।
পুর জন সব, করে কলরব,
হয়ে মহা আনন্দিত ॥
যতেক ব্রাহ্মণ, হয়ে শুদ্ধ মন,
করে কত আয়োজন।
কব কি বিস্তার, নানা উপহার,
আনে অনুচর গণ ॥
কিবা দিব তুল, তুলে নানা ফুল,

পাইয়া বসন্ত কাল ।
মল্লিকা গোলাপ, যাহে সদালাপ,
করে যত ভৃঙ্গ পাল ॥
বিবিধ কমল, নব বিল্বদল,
ধুতুরা টগর জাঁতি ।
হয়ে যত্নবান, চাঁপা বর্দ্ধমান,
আনে ফল নানা জাতি ॥
আতপ সুবাস, ফুটি তাল শাঁশ,
আর লয় ইক্ষু চিনি ।
দুগ্ধ ভারে ভার, গঙ্গা জল আর,
কাঁধে লয় গোয়ালিনী ॥
গন্ধ দ্রব্য যত, লয় বিধি মত,
ধূপ দীপ ঘৃত মধু ।
কদলীর ডালে, কুম্ভ পূরি জলে,
রাখে সব কুল বধূ ॥
শঙ্খ করতাল, মাদল রসাল,
বাজে বীণা বাঁশি ঢোল ।
উড়ুকের পিঠে, ঘন ডঙ্কা পিটে,
বাদ্যের উঠিল রোল ॥
নৃপতির দল, সাজিল সকল,
আনিতে ঈসানে বাসে ।
রাজা জ্ঞানবান, পদ ব্রজে যান,
গল লগ্ন কৃতবাসে ॥
স্মরিয়া শঙ্কর, পুলক অন্তর,

উপনিত সেই স্থানে।
সকলে দেখিল, আশ্চর্য্য মানিল,
প্রণমিল সাবধানে ॥
মহা ভক্তি করি, ভাণ্ডে দুগ্ধ ভরি,
মুকুন্দ আনিয়া সাথে।
যুড়ি দুই হাত, করি প্রণিপাত,
ঢালিল শিবের মাথে ॥
কহি সবিশেষ, পূর্ব্বের আদেশ,
গোপ সুত প্রতি আছে।
করি প্রদক্ষিণ, দুগ্ধ প্রতি দিন,
দিবে আসি মম কাছে ॥
শিবের আজ্ঞায়, তাইসে মাথায়,
দুগ্ধে অগ্রে পূজা করে।
তাহাতে সন্তোষ, দেব আশুতোষ,
তাহে দোষ কেবা ধরে ॥
এতেক দেখিয়া, নৃপতি ভাবিয়া,
পূজিতে করিল ত্বরা।
ব্রাহ্মণে কহিল, দেখ বেলা হৈল,
বিফল বিলম্ব করা ॥
জলায় নামিয়া, স্নান কর গিয়া,
তুলে আন শতদল।
নৈবেদ্য করিয়া, পূজহ আসিয়া,
দিয়া নানা ফুল ফল ॥
রাজার বচনে, যতেক ব্রাহ্মণে,

আজ্ঞা মত কার্য্য করে।
করি আয়োজন, করয়ে পূজন,
লিঙ্গ রূপ মহেশ্বরে ॥
সদানন্দ ধীর, দুগ্ধ গঙ্গা নীর,
ঢালি দিল শিরোপরে।
যতন করিয়া, অর্ঘ সাজাইয়া,
লিঙ্গে সমর্পণ করে ॥
পলাশ বকুল, গন্ধরাজ ফুল,
মল্লিকা মালতি জাঁতি।
শ্বেত শতদল, বহুবিধ ফল,
মিষ্টান্ন বিবিধ জাতি ॥
ধূপ দীপ আর, বস্ত্র অলঙ্কার,
দিয়া রাজা পূজা করে।
ঘণ বাদ্য রব, মহা মহোৎসব,
করতালি দেয় করে ॥
বাজাইয়া গাল, কক্ষে ধরে তাল,
প্রেমানন্দে আখি ঝোরে।
পূজা সমাপন, করিয়া রাজন,
বলে কৃপা কর মোরে ॥
দাসে দয়া কর, হে শিব শঙ্কর,
আশুতোষ তব নাম।
নিতান্ত বাসনা, করিয়া স্থাপনা,
পুরাইব মনস্কাম ॥
কির্ত্তী রাখিবার, বাসনা আমার,

পূর্ণ কর গিয়া বাগে।
তুমি বিশ্ব গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
বঞ্চিত কোরোনা দাসে ॥
করুণা নয়নে, চাহ দীন জনে,
এ নহে অধিক ভার।
যদি হও বাম, তবে তব নাম,
বল কেবা লবে আর ॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, মুখে শিব নাম,
একান্তরে স্তব করে।
বিচারিয়া শেষ, খুঁড়িতে আদেশ,
দিল সেই নৃপবরে ॥
যতেক ব্রাহ্মণ, করিতে খনন,
লিঙ্গের নিকটে যায়।
কোদালি ধরিয়া, মেদিনী কাটিয়া,
তোলে মাটী স্তুপ প্রায় ॥
বিস্তর খুঁড়িল, মূল না পাইল,
রাজা হৈল সচিন্তিত।
রাশি রাশি মাটী, ফেলিলেক কাটী,
হৈল গর্ত্ত বিপরিত ॥
ক্রমে দিন শেষ, রজনী প্রবেশ,
দেখিয়া নৃপতি কয়।
দেখ সন্ধ্যা হল, আজ গৃহে চল,
বিলম্ব করাত নয় ॥
প্রভাতে আসিয়া, আগে পূজা দিয়া,

খুঁড়িব নিশ্চয় বাপী।
এত বলি রায়, নিজালয়ে যায়,
প্রণমিয়া শূলপাণী ॥
অনুচর গণ, করিল গমন,
গ্রাম্য জন অগণন।
মহা কলরবে, ঘরে গেল সবে,
হয়ে বিষাদিত মন ॥
মনে মনে স্তুতি, করে নর পতি,
বলে মুক্ত কর মান।
দীনে পদাশ্রয়, দেহ দয়াময়,
হয়ে মোরে কৃপাবান ॥
ও চরণে মতি, হলে পরা গতি,
পায় সে তরে বিপদে।
কেদারে এবার, করিবে নিস্তার,
অন্তে স্থান দিও পদে ॥
রাম নারায়ন, নাম উচ্চারণ,
সঘনে বদনে করি।
জাহ্নবী জীবনে, বসি যোগাসনে,
জ্ঞান যোগে যেন মরি ॥

—০:০:০—

পয়ার।

হরিকে বিষাদ হয়ে সবে গেল বাসে।
সে দিন রজনী রাজা রন উপবাসে ॥
কেবল হরের নাম বদনে নিঃসরে।

মনে মনে মহারাজ কত স্তব করে ॥
প্রণমামি ভূত নাথ ভুবনমোহন ।
পঞ্চ ভূত ময় তুমি অনাদি কারণ ॥
তোমার অনন্ত খেলা কে বুঝিতে পারে ।
সে পারে বুঝিতে কিছু কৃপা কর যারে ॥
লীলা হেতু কত রূপ ধরি ত্রিভুবনে ।
কত স্থানে কত রূপ পূজে ভক্ত জনে ॥
বিল্বদল গঙ্গা জল দিলে ভক্তি করি ।
তখনি তাহারে তুষ্ট নষ্ট করি অরি ॥
আশুতোষ নামেতে কলঙ্ক বুঝি হয় ।
আশুতোষ আশুতোষ দীনে দয়াময় ॥
নিতান্ত শরণাগত কত কব আর ।
শুনেছি ভকতে নাহি অদেয় তোমার ॥
দেবের দেবতা তুমি বিভু অবিনাশ ।
তন্ত্র মন্ত্র যত কিছু তোমাতে প্রকাশ ॥
সকলের শুভ কারি ত্রিপুরারি হর ।
কৃপা করি এ দাসের মন দুঃখ হর ॥
হৈমবতি তব জায়া হেমাদ্রি দুহিতা ।
বেদে কয় আদ্যাশক্তি বিশ্ব প্রসবিতা ॥
শক্তি বিনে ত্রি সংসার শবাকার ময় ।
শিব শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম বেদাগমে কয় ॥
শিব শিব বল্যে জীব শিব তুল্য হয় ।
তব সম দয়াবান নাহি দয়াময় ॥
এরূপ বিবিধ স্তুতি মানসেতে করে ।

ভূতেশ্বর ভোলা নাথ জানিল অন্তরে ॥
রজনী হইল ভোর ধ্বনি দামামায়।
শুনিয়া যতেক লোক রাজ গৃহে ধায় ॥
পূর্ব্বমত সজ্জা করি করিল গমন।
শীঘ্র উপনীত হৈল শিবের সদন ॥
দেখে গিয়া সমতল পূর্ব্বের যেমন।
কোথায় মৃত্তিকা রাশ কোথায় খনন ॥
রাজা রাজগণ সহ দেখি অপরূপ।
বিস্ময় হইয়া মনে মনে ভাবে ভূপ ॥
কদাচিত না ছাড়িব পুনঃ কে খুঁড়িব।
পেয়েছি যখন প্রভু কভু না ছাড়িব ॥
সত্বরে করিয়া পূজা রাজা পুণ্যবান।
ব্রাহ্মণ লইয়া সাথে খুঁড়িবারে যান ॥
পর্ব্বত প্রমাণ মাটী তুলিল নিমিষে।
অমূলের মূল রাজা পাইবেন কিসে ॥
সে মূল পেয়েছে যেবা সদানন্দে ভাসে।
অনায়াসে আশা নাশে মুক্ত কর্ম্ম পাশে ॥
সমস্ত দিবস খুঁড়ি যুড়ি দুই কর।
লিঙ্গের সমীপে স্তব করিল বিস্তর ॥
সন্ধ্যা কালে মহীপাল স্বধামে চলিল।
ভক্তি ভাবে শিব নাম জপিতে লাগিল ॥
সে নিশি রহিল রাজা করি উপবাস।
প্রাতঃকালে উঠিলেন অরুণ প্রকাশ ॥
প্রাতঃ কৃত্য সমাপন সত্বরে করিল ॥

পূর্ব্ব মত যান রাজা স্বগণ লইয়া ॥
দেখেন খনন চিহ্ন কিছু মাত্র নাই ।
দেখিয়া আকুল হৈল কুল কিসে পাই ॥
পুনরায় নৃপরায় করিল পূজন ।
নানা বিধ ফল ফুল করি আয়োজন ॥
পূজান্তে একান্তে করি সাহসেতে ভর ।
ভক্তি ভাবে খুঁড়িতে কহিল নৃপবর ॥
ইহাতেই মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যু গ্রাসে লন ।
তাহাতে সৌভাগ্য মানি সার্থক জীবন ॥
অল্পে কভু না ছাড়িব দেখি কিবা হয় ।
অবশ্য শরণাগতে হবেন সদয় ॥
এত শুনি দ্বিজগণ খুঁড়িতে লাগিল ।
যেমন প্রত্যহ খোঁড়ে তেমনি খুঁড়িল ॥
নাড়িতে নারিল ধরি বহু দ্বিজ গণ ।
সাক্ষাতে দাঁড়ায়ে তাহা দেখিল রাজন ॥
করিল বিস্তর স্তুতি কহিতে বিস্তর ।
এক পদে দাঁড়াইয়ে জুড়ি দুই কর ॥
সমুদ্র মন্থনে পান করি হলাহল ।
ব্রহ্মাণ্ড বাঁচালে আর অমর সকল ॥
ত্রিপুর অসুর নাশ অনায়াসে করি ।
ঘুচাইলে দেবতার ভয়ঙ্কর অরি ॥
দেব কি অসুর নর যে তোমাকে ডাকে ।
সর্ব্বদা বিপদে দেব রক্ষা কর তাকে ॥
দীনের পুরাও আশা চল মম ধাম ।

দেশ দেশ ভূতজিৎ কে হইতে নাম ॥
এরূপে সমুদ্র স্তব করিল নৃপতি ।
অবশেষে গাভীদেতে অশেষ প্রণতি ॥
দিবাকর অস্তাচল করিল গমন ।
দেখি তার মন্ত্র যায় আপন ভবন ॥
তিন দিন রাত্রি রাজা থাকি উপবাসী ।
শিব নাম স্মরে সদা শিব অভিলাসী ॥
পর দিন প্রাতে রাজা স্নান পূজা করি ।
পাঠায় শিবের পূজা সঙ্গেতে প্রহরি ॥
বলিল দ্বিজেরে অগ্রে অর্চ্চনা করিবে ।
পূজা সমাপন হলে তেমতি খুঁড়িবে ॥
এখানে রহিল রাজা দুগ্ধ করি পান ।
কেবল করেন মুখে শিব নাম গান ॥
এরূপ দ্বাদশ দিন খুঁড়িল রাজন ।
নিজ বাসে আনিতে নারিল কদাচন ॥
মহা দুঃখার্ণবে নৃপ হইল মগন ।
উপায় না দেখি সদা বিষাদিত মন ॥
প্রকাশ পর্য্যন্ত গাভী নাহি যায় তথা ।
বহু দেশ প্রচার হইল এই কথা ॥
গোপনে মুকুন্দ যায় অতি উষাকালে ।
ভারতীর দুগ্ধ লয়ে মস্তকেতে ঢালে ॥
দ্বাদশ নিশির শেষে দেব ত্রিলোচন ।
রাজার শিয়রে আসি দিলেন দর্শন ॥
কেদার তারক পদে সঁপি নিজ চিত ।

তারক মঙ্গল গীত কৈল প্রকাশিত ॥

—০ঃ০ঃ০—

স্বপ্নে ভারমল্ল রাজার সহিত মহাদেবের কথোপকথন।

রাগিণী জয় জয়ন্তী তাল—আড়াঠেকা।

শিব শিব বল্যে মন চল শিব পুরে যাই। শিব না বলিলে শিব পুরে যেতে শক্তি নাই। শুন এই সুবিহিত, একাগ্র করিয়া চিত, হলো শিব পদা নত, তবে কি ডরাই। যার ভক্তি শিব নামে, আনন্দে আনন্দ ধামে, পায় স্থান পরিণামে, এই শুন্তে পাই। কেদারের অভিলাষ, হইয়ে শিবের দাস, ছেদ করি মায়া পাশ, শিবেতে মিশাই ॥

দীর্ঘ ত্রিপদি।

জিনিয়া রজত গিরি, বসিলেন ধিরি ধিরি,
নৃপ হৃৎ কমল সঞ্চরি।
পরিধান বাগাম্বর, ভস্ম মাখা কলেবর,
ত্রিশূল ডমরু করে করি ॥
ত্রিনয়ন ঢুল ঢুল, কর্ণে ধুতুরার ফুল,
নিশা নাথ ললাটে প্রকাশ।
কণ্ঠেতে হাড়ের হার, কিবা রূপ চমৎকার,
মনের আঁধার হয় নাশ ॥
জাহ্নবী বিরাজে মাথে, ভুজঙ্গ বেষ্টিত তাতে,
ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে ভালে।

স্কন্ধে সিদ্ধি ঝুলি ঝোলে, মুখে আধ আধ বোলে,
স্বপনে বলেন মহীপালে ॥
শুন হে ভূপতি কহি, তোমারে বিরূপ নহি,
এই রূপ কর দরশন।
জন্ম না হইবে আর, মুক্ত হবে মায়া দ্বার,
ভক্তি ভাবে পূজিলে চরণ ॥
বন হৈল পুণ্য স্থান, লিঙ্গে আমি অধিষ্টান,
ভুলিতে নারিবে কদাচিত।
তব সম ভক্ত কেহ, নাই তাই করি স্নেহ,
কহিলাম উপদেশ হিত ॥
প্রভাতে পাঠায়ে গণ, ঝাট কাট ঘোর বন,
মন্দির নির্ম্মাণ করি দেহ।
আর শুন নৃপবর, কাট দীর্ঘ সরোবর,
স্নানেতে পবিত্র হবে দেহ ॥
শিব গঙ্গা নাম রবে, সেই জলে পূজা হবে,
গঙ্গা জল তুল্য জেনো জল।
যত কর্ম্ম দৈবাধীনে, লীলাবতী পূজা দিনে,
জল কিছু হইবে প্রবল ॥
নিশ্চয় জানিবে তুমি, কাশী তুল্য মোক্ষ ভূমি,
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
রোগ শোক বিঘ্ন যত, সকলি করিব হত,
যে যাহা চাহিবে দিব তাই ॥
কিন্তু তাহে ভক্তি মূল, ত্রিপত্র বিবিধ ফুল,
গঙ্গা জল দুগ্ধ সিদ্ধি সহ।

পুজিবেক যেই নরে, ভক্তি ভাবে একান্তরে,
রবে সেই সুখে অহরহ ॥
স্মরিয়া তারক নাথ, যে করিবে প্রণিপাত,
তাহার কামনা পূর্ণ হবে।
প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর, নাম রাখি অতঃপর,
সর্ব্বলোকে এই নাম লবে ॥
করিব কলুষ নাশ, করাইব স্বর্গবাস,
কিছুমাত্র অশুভ না রবে।
মুকুন্দে আমার স্থানে, নিযোজিবে সাবধানে,
তার মতে যেন চলে সবে ॥
সে নহে সামান্য জন, ধর্ম্মে তার সদা মন,
তত্তুল্য তোমার ধর্ম্মে মতি।
তোমার পুণ্যের ফলে, আইলাম ভূমণ্ডলে,
যথায় তোমার নিবসতি ॥
স্বপনে এতেক বাণী, কহিলেন শূলপাণী,
শুনি রাজা উঠে শিহরিয়া।
দেখিতে শিবের রূপ, চক্ষু মেলি চান ভূপ,
শিরোভাগে দেখেন চাহিয়া ॥
হর হৈলা অন্তর্দ্ধান, কিছু না দেখিতে পান,
স্বপ্ন বোধ হইল নিশ্চয়।
বলে ওহে আশুতোষ, ক্ষমিয়া দাসের দোষ,
স্বপ্নে দেখা দিলে দয়াময় ॥
সেই রূপ দরশন, করিলাম ত্রিলোচন,
প্রত্যক্ষে দেখিতে সাধ করি।

যদি হলে কৃপাবান, দয়া বিন্দু কর দান,
একান্তে ও চরণেতে ধরি ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞামত, করিব সে কর্ম্ম যত,
কিন্তু স্থান দিও দীনে পদে।
কেদারের আশা তাই, চরমে চরণ পাই
আর যেন ফেলোনা বিপদে ॥

—:০:—

তারকনাথের মন্দির নির্ম্মাণ ও
সরোবর খনন।

রাগিণী ভীম পলাশী তাল মধ্যমান।

হর হর গঙ্গাধর শশধর কপালে শোভন। রজত ভূধর কলেবর উজ্জ্বল বরণ ॥ পরিধান বাঘাম্বর, ত্রিশূল ডমরু ধর, ভয়ঙ্কর বিষধর, সদত ভূষণ। হইবে অখিলেশ্বর, স্কন্ধে সিদ্ধি ঝুলি ধর, শশ্মানে সদা বিহর, হে পঞ্চ বদন। শক্তি গুণ গান কর, কভু পদ হৃদে ধর, ধ্যান যোগে নিরন্তর, কি ভাবে মগন। কেদারের ভ্রান্তি হর, রিপুকুল বাধ্য কর, শিব নাম দ্বি অক্ষর, বলে যেন মন ॥

এতেক স্বপন দেখি উঠে চমকিয়া।
রজনী পোহায় রাজা শঙ্কর স্মরিয়া।
প্রভাতে বাহিরে আসি বসিল রাজন।
সত্বরে ডাকিয়ে আনে সভাসদগণ ॥
প্রিয় মন্ত্রী পাত্রে কহে স্বপ্ন বিবরণ।

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন ॥
রাজা বলে অনুচর পাঠাও ত্বরিত।
মুকুন্দে যাইতে বল তাহার সহিত ॥
ষোড়শোপচারে পূজা অগ্রভাগে দিয়া।
অবিলম্বে যত বন ফেল কাটাইয়া ॥
মন্দির নির্ম্মাণ হবে কর আয়োজন।
তার পর সরোবর হইবে খনন ॥
রাজার আদেশে দেশে পড়ে গেল সাড়া।
দামামা দগড় বাজে আর বাজে কাড়া ॥
পূজার বিবিধ দ্রব্য সাজাইয়া লয়।
মহা কোলাহল হৈল রাজার আলয় ॥
জয় জয় ভোলানাথ ভবের কাণ্ডারি।
দয়ায় প্রকাশ হৈলা দেব ত্রিপুরারি ॥
আনন্দে মুকুন্দ সহ যত অনুচর।
উপনীত হৈল গিয়া বনের ভিতর ॥
পশ্চাতে ভূপতি যায় লয়ে সভাসদ।
শুভক্ষণে যাত্রা করে স্মরি শিব পদ ॥
গলায় বসন দিয়া জুড়ি দুই হাত।
শিবের সমীপে গিয়া কৈলা প্রণিপাত ॥
ভূপতি ভকতি ভাবে পূজা করে ভবে।
বধির হতেছে কর্ণ বাদ্য কলরবে ॥
উৎসবে সকলে পূজে দ্বিজ শূদ্রগণ।
পূজিতে অনাদি লিঙ্গ নাহিক বারণ ॥
ভাগীরথী নীরক্ষীর করিয়া মিলিত।

লিঙ্গের উপরে ঢালে ত্রিপত্র সহিত ॥
নানা মত ফল ফুলে নৈবেদ্য সাজায় ।
গুলা চিনি মধু আর ঘৃত দিয়া তায় ॥
ধূপ দীপ ধুনা ধূমে হৈলা অন্ধকার ।
কেবল আনন্দময় স্থান চমৎকার ॥
সঘনে তারকনাথ বলি ডাকে সবে ।
করতালি দিয়া নাচে বোম বোম রবে ॥
গ্রাম্য জন মর্ম্ম জেনে পূজে বিধিমত
কব কিবা সেই দিবা কোলাহলে গত ॥
সন্ধ্যায় আরতি করি ভূপতি ধীমান ।
প্রহরী রাখিয়া তথা নিজালয়ে জান ॥
পরদিন প্রাতে পুনঃ রাজা পুণ্যবান ।
বন কাটি পরিপাটী করিল সে স্থান ॥
চন্দ্রাতপ তুলে দিল শিবের মাথায় ।
মন্দিরের আয়োজন আনিল তথায় ॥
মাস মধ্যে নির্ম্মাইল মন্দির সুন্দর ।
দক্ষিণে রাখিল এক দ্বার নৃপবর ॥
লিঙ্গ বেড়ি চারিদিক পাষাণে বান্ধিল ।
পশ্চিম ভাগেতে সরোবর আরম্ভিল ॥
অকাতরে নৃপবর ব্যয় করি ধন ।
দীর্ঘ সরোবর শীঘ্র করিল খনন ॥
পাষাণে বাঁধিল ঘাট তার দিব্য ঘন ।
নিত্য আসি পূজে সদানন্দ দ্বিজবর ॥
এইরূপে কত দিন হইল বিগত ।

পূজার নিয়ম রাজা করে বিধিমত ॥
মুকুন্দ আনন্দে তথা নিশি দিন থাকে।
কেবল তারক নাথ বল্যে সদা ডাকে ॥
গোপ হৈতে প্রকাশ হইল এই কথা।
পূর্ব্ব সূত্র আছে গাথা কে করে অন্যথা ॥
গোয়ালার শিব বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
পূজিতে না যায় কেহ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
অন্তর্যামী অন্তরেতে জানি ত্রিলোচন।
করেন আশ্চর্য্য লীলা শুন সর্ব্বজন ॥
কেদার তারক পদে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত ॥

—০ঃ০ঃ০—

প্রবোধার্থে সিংটি শিবপুরে নিপ্রদেশে

শিবের গমন।

রাগিণী খাম্বাজ তাল আড়াঠেকা।

সন্তোষ জনক নাহয় অতুল বৈভবে ভবে। নিবৃত্তি ব্যতীত কিসে নিত্য সুখ সম্ভবে।। সপ্ত দ্বীপ অধিকার, হইলে তথাপি তার, ক্রম বৃদ্ধি বাসনার, দেখ হে প্রত্যক্ষ সেবে।। এই যে সংসার আশা, কেবল সাধিতে আসা, ভাঙিবে এআশা বাসা, এদিন নারবে। নিবারিতে আশা ক্ষুধা, আছে শিব পদ সুধা, পান কর ত্যজি দ্বিধা, তবে সদানন্দহবে ॥

পয়ার।

অন্তরে চিন্তিয়া হর ধরি বিপ্র বেশ।
সিংটি শিবপুর গ্রামে করেন প্রবেশ॥
সেই গ্রামে চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্টান আছে বিলক্ষণ॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশারদ দয়াবন্ত ধীর।
সকলের পূজা দ্বিজ সুন্দর শরীর॥
গ্রামের অনতিদূরে দীর্ঘ সরোবর।
স্নান করিবারে তথা যায় দ্বিজবর॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগণমণ্ডলে।
ত্রস্তগতি চলে বস্ত্র লয়ে করতলে॥
মধ্যপথে বিশ্বনাথ দিলা দরশন।
ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ সহাস্য বদন॥
ওহে দ্বিজবর বলি না কর গমন।
তোমারে কহিব কিছু শুন বিবরণ॥
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত তুমি ধার্ম্মিক প্রধান।
ইন্দ্রিয় সংযমী তুমি দীনে দয়াবান॥
পরম পবিত্র ইষ্ট নিষ্ঠ বিচক্ষণ।
মনোযোগ দিয়া শুন কহি বিবরণ॥
বলাগড়ি জলাশয়ে বনের ভিতর।
যারা ভেদে উঠিয়াছে স্বয়ম্ভু শঙ্কর॥
ভারমল্ল রাজার ভারতী নামে গাই।
সাক্ষাত কপিলা সেই কিছু ভেদ নাই॥
প্রতি দিন গোপনে সে গাভী তথা যায়।

সেইচ্ছায় দুগ্ধ ঢালে লিঙ্গের মাথায়॥
গোরক্ষক মুকুন্দ গোয়ালা এক জন ॥
পরম ধার্ম্মিক সেই ইষ্ট পদে মন।
দোহনে না পায় দুগ্ধ ভারতীর বাঁটে ॥
না জানে বারতা তার যায় কোন মাঠে।
গোপনে থাকিয়া গোপ সকলি দেখিল ॥
প্রত্যুষে উত্তর মুখে গাভী যে চলিল।
তাহার সঙ্গেতে আসি গোপের নন্দন ॥
লিঙ্গেতে ঢালিছে দুগ্ধ কৈল দরশন।
ভূপতিরে গোপনে কহিল বিবরণ ॥
শুনি দেখিবারে ইচ্ছা হৈল তাঁর মন।
পরদিন উষাকালে গাভী তথা ধায় ॥
বিরলে দুজনে তার সঙ্গে২ যায়।
প্রত্যক্ষ দেখিল রাজা আপন নয়নে ॥
এই ইচ্ছা হৈল লয়ে যাব নিকেতনে।
পূজা দিয়া বার দিন খুঁড়ায় রাজন ॥
বহু যত্নে নাড়িতে নারিল কদাচন।
অবশেষে নিশি শেষে দেখিল স্বপন ॥
এই খানে বন কাটি করহে স্থাপন।
মন্দির নির্ম্মাণ কর কাট সরোবর ॥
শিব-গঙ্গা নাম হবে গঙ্গার সোসর।
সেই জলে পূজা হবে শুন নরপতি।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পশুপতি ॥
শিব রূপ আত্মরূপ দেখে শুনে ভূপ।

ত্বরায় সম্পূর্ণ কৈল আজ্ঞা যেই রূপ ॥
এবে তুমি পুরোহিত হও গিয়া তথা।
থাকিবে পরমানন্দে নহে মিথ্যা কথা ॥
উজ্জ্বল তোমার বংশ চিরকাল রবে।
ভক্তিতে সেবিলে তার চিন্তা নাহি ভবে
রোগ শোক মনঃপীড়া না পাইবে আর
কুশলে থাকিবে সদা লয়ে পরিবার ॥
দ্বিজ বলে বলি শুন দ্বিজ মহাশয়।
শুনিয়াছি জলামাঝে লিঙ্গের উদয় ॥
গোপ হৈতে তাঁর পুজা হইল প্রচার।
গোপের ঠাকুর তিনি কি কহিব আর ॥
শুদ্ধ বংশোদ্ভব আমি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।
পূজিব গোপের দেব কোন প্রয়োজন ॥
পূজিলে নিন্দিবে লোক জ্ঞাতি বন্ধু যত।
সবার নিকটে রব হয়ে মান হত ॥
অন্ন জল না খাইবে কুটুম্ব সকল।
এ হতে নিশ্চয় মোর মরণ মঙ্গল ॥
হেন কাজ না পারিব থাকিতে জীবন।
ইহা বলি চতুর্ভুজ করেন গমন ॥
দ্বিজ বেশধারী মদনারী ত্রিলোচন।
শুন হে কিঞ্চিৎ বলি স্বরূপ বচন ॥
তুমিত পণ্ডিত জ্ঞানি মহা বুদ্ধিমান।
তোমার এমন কথা বলা অবিধান ॥
দেবতারে যেবা ভক্তি একান্তরে করে।

অপার সংসারার্ণবে অনায়াসে তরে॥
নীচ কি উত্তম জাতি তার কি বিচার।
শুনিয়াছ ভক্তাধীন নাম যে তাঁহার॥
দৃঢ়া নিষ্ঠা ভক্তি করি স্বীয় ইষ্ট দেবে।
শাস্ত্র বিধিমত অবিরত যেই সেবে॥
অবশ্য অভীষ্ট সিদ্ধ অনায়াসে হয়।
জাতির বিচার দেখ তাঁর কাছে নয়॥
গোপের ঠাকুর বলি হেয় জ্ঞান কর।
সে নহে সামান্য লোক কহি দ্বিজবর॥
দেখ পূর্ণ সনাতন আপনি শ্রীরাম।
ভক্তিতে গেলেন গুহ চণ্ডালের ধাম॥
তার সহ সখ্যতা করিল রঘুপতি।
চরমে চণ্ডালে স্বীয় পায় দিল গতি॥
ভ্রান্তি ত্যজি হও শান্ত শুন সার বাণী।
বিপ্র হয়ে হইয়াছ ঘোর অভিমানী?
কুল্য প্রাতে যাবে তথা করিবে অর্চনা।
অবশ্য হইবে পূর্ণ মনের বাসনা॥
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বাদি দোষ দিবে যারা।
আপন করম দোষে শাস্তি পাবে তারা॥
এসব বচন শুনি বিপ্রের তনয়।
পদে ধরি কৃপা করি দেহ পরিচয়॥
আপনি হবেন বুঝি ছদ্ম বেশ ধারি।
জ্ঞান হয় বিশ্বেশ্বর তুমি ত্রিপুরারি॥
[illegible] দিলে দেখা নিজ রূপ ধর।

করিয়া করুণা কেন প্রতারণা কর ॥
জীবন হইল ধন্য আছি নিজ গুণে ।
আনন্দ হয়েছে সুধামাখা কথা শুনে ॥
দেবতা নিশ্চয় তুমি বুঝেছি লক্ষণে ।
স্বরূপ দেখাও দেব দেখিব নয়নে ॥
দ্বিজের বচনে পরিতুষ্ট হয়ে হর ।
বলেন অন্তিমে দেখা দিব দ্বিজবর ॥
হয়েছে যে ভাবোদয় তোমার অন্তরে ।
যথার্থ জানিবে সেই প্রকাশিবে পরে ॥
দ্বিজ বলে সেবায় হইবে কত দোষ ।
সে দোষে না মজিবেন দাসেথেকো তোষ
হিতে বিপরীত হবে সে বিষম দায় ।
বলহে বগলা নাথ তাহার উপায় ॥
লবোনা সেবার দোষ কহিলাম সার ।
সর্ব্বনাশ হবে কিন্তু হলে কদাচার ॥
শুদ্ধাচারে সেবিলে তোমার পরিবার ।
কুশলে কাটাবে কাল যন্ত্রণা অপার ॥
কোন মতে দুঃখ না পাইবে কদাচন ।
পরম পুলকে রবে পুত্র পরিজন ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ চতুর্ভুজ বলে ।
মম স্থানে রাখ নাথে চরণ কমলে ॥
বিপদে করিবে রক্ষা ত্রৈলোক্যের পতি ।
নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান হীন মূঢ় মতি ॥
যখন ভৌতিক দেহ হইবে পতন ।

কৃপা করি শূল ধারি দিবে দরশন ॥
তথাস্তু বলিয়া হর হৈল অদর্শন।
উদ্দেশে প্রণাম করে বিপ্রের নন্দন ॥
উপবাস করি দ্বিজ সে দিন রহিল।
পর দিন শিব স্মরি গমন করিল ॥
উপনীত হৈল আসি মধ্যাহ্ন সময়।
হেরিয়ে অনাদিলিঙ্গ আনন্দিত হয় ॥
সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করিল মন্দির।
চক্ষে ভক্তি বারি বয়ে লোমাঞ্চ শরীর ॥
পুনঃ২ প্রণাম করিল কায়মনে।
মুকুন্দ সহিত দেখা হৈল শুভক্ষণে॥
দেখিয়া চিনিল গোপ শিবের কৃপায়।
মহারত্ন পাইয়ে যেন যত্নে লয়ে যায় ॥
দিলেন উত্তম বাস স্থানে মনোমত।
প্রণমিয়া জোড় হাতে স্তব করে কত ॥
দ্বিজ বলে ধন্য তুমি মহা পুণ্যবান।
না দেখি সংসারে ভক্ত তোমার সমান ॥
এরূপে দুজনে হৈল অনেক কথন।
সে কথা কতেক আর করিব বর্ণন ॥
স্বভাবে স্বভাবে দেখ হইলে মিলন।
উভয়ের কি আনন্দ বুঝ সর্ব্বজন ॥
পরে দ্বিজবর যায় করিবারে স্নান।
হেরিয়া নির্ম্মল জল হৈল গঙ্গা জ্ঞান ॥
নিশ্চয় জানিল এই ভাস্করের খেলা।

শিবনাম ভবসিন্ধু তরিবারে ভেলা ॥
এখানে তারকনাথ নামে প্রকাশিত ।
কতরূপে কত স্থানে করিতেছ স্থিত ॥
কে পায় তোমার অন্ত মহিমা অপার ।
নিজ গুণে ত্রিভুবনে করিছ বিহার ॥
এখন শরণাগত নিতান্ত তোমার ।
কুশলে রাখিবে মম পুত্র পরিবার ॥
ইহা বলি স্নান করি করিল পূজন ।
পূজান্তে বিবিধ স্তুতি সজল নয়ন ॥
সন্ধ্যার আরতী করে জ্বালি ঘৃত দীপ ।
ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাজে মন্দির সমীপ ॥
করতালি দিয়া নাচে যত ভক্ত নর ।
সদানন্দ পূর্ণ হৈল বনের ভিতর ॥
পূজার বিবিধ দ্রব্য ভূপতি যোগায় ।
এই রূপে কিছু দিন গত হয়ে যায় ॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা মোহান্ত মিলন ।
যে রূপে হইল তার এই বিবরণ ॥
কেদার তারক নাথে সপি নিজ চিত ।
প্রকাশ করিল নব তারক সংগীত ॥

—:০:—

অথ তারকনাথের মোহান্তর সহিত মিলন
ও কথোপকথন।

রাগিণী ঝিঁঝিটী তাল আড়াঠেকা ।

নিঃসন্দেহ এই দেহ হইবে পতন, কে কোথা

রেখেছে, দেখ করি যতন। অদ্ভুত এ ভুত-ময়, সংযোগে সংযোগ হয়, পুনর্ব্বার ভূতে লয়, আছে এই নিরূপণ॥ কৌশলে নাহি বুঝিয়া, অহংবুদ্ধি প্রকাশিয়া, কাঞ্চন-রজ্জুতে সদা ক-তেছ বন্ধন। যত কাল আশা রবে, আশা না রহিত হবে, অশেষ যন্ত্রণা পাবে, না চিন্তে শিব চরণ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দৈব যোগে এক দিন, জগন্নাথ উদাসীন,
লোক মুখে শুনি উপনীত।
দেখিলে নয়নে আসি, পুণ্যস্থান যেন কাশী,
কাশী নাথ লিঙ্গে প্রকাশিত॥
লক্ষণে বিশেষ বুঝে, স্নান করি হরে পূজে,
শিব-গঙ্গা জল বিল্ব দলে।
গেয়ে শিব নাম গুণ, প্রণমিল পুনঃপুন,
ভক্তিভাবে পড়ি ধরাতলে॥
মনে করে তোলা পাড়া, এস্থান হবনা ছাড়া,
আগে দেখে আসি চন্দ্রাচল।
এই ভাবি উদাসীন, শিবে করি প্রদক্ষিণ,
যাত্রা কৈল খেয়ে কিছু ফল॥
আতপে মস্তক ফাটে, আসিয়া পড়িল মাঠে,
শ্রান্তি লাগি বসে বটতলে।
নিজ বেশ পরিহরি, বৃদ্ধ বিপ্র বেশ ধরি,
তথা হর যান কুতূহলে॥

এক স্থানে দুই জনে, বসিল আনন্দ মনে,
জিজ্ঞাসেন আপনি মহেশ।
পূজিয়া তারকনাথ, তাঁরে করি প্রণিপাত,
অতঃপর যাবে কোন্ দেশ॥
বল মোরে সত্য করি, কসায় বসন পরি,
কি আশ্রম করেছ আশ্রয়।
কোথায় গমন করে, স্বরূপ আমায় কবে,
শুন্তে ইচ্ছা করি পরিচয়॥
শুনিয়া বিপ্রের বাণী, বুঝিল এ হবে জ্ঞানি,
তাই সে জিজ্ঞাসে তত্ত্ব কথা।
সন্ন্যাসী হইয়া ফিরি, নাম জগন্নাথ গিরি,
যাব চন্দ্রাচল তীর্থ যথা॥
মহা তীর্থ চন্দ্রাচল, হেরিলে পরম ফল,
যায় জীব শিবের সদনে।
জলেতে অনল জ্বলে, অর্ঘ দিলে সে অনলে,
ভস্ম হয় প্রবল দহনে॥
প্রসাদ চাহিলে তার, ভস্ম নাহি হয় আর,
কি প্রত্যক্ষ তীর্থ মোক্ষধামে।
শুনেছি দুর্গম পথ, গেলে পূর্ণ মনোরথ,
ভরসা কেবল শিব নামে॥
শুনি সন্ন্যাসীর বাণী, বিপ্রবেশী শূল পানী,
মৃদুভাবে করেন উত্তর।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রম, তীর্থ পর্য্যটন শ্রম,
বৃথা ভ্রম দেশ দেশান্তর॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কয়, করিবারে মনজয়,
ইষ্ট দেব করিবে সাধন।
যথা বিধি সাধ্যমত, সাধনে হইবে রত,
কর্ম্ম ফল করিবে বর্জ্জন॥
না করিবে তার আশ, না হবে রিপুর দাস,
তবে ক্রমে ভক্তির উদয়।
আছে এই শিব উক্তি, ভক্তি হলে হয় মুক্তি,
জ্ঞানানন্দে পরিণামে লয়॥
নতুবা উপায় নাই, বেদাগমে শুনি তাই,
কহিলাম বিশেষিয়া সার।
দ্বিজ বাক্যে উদাসীন, বলে আজি শুভ দিন,
গুরু দেব সহায় আমার।
গুরু-জ্ঞানে ভক্তি করি, নিজ ইষ্ট দেব স্মরি,
প্রণমিল দ্বিজের চরণে।
তুমিত জগত গুরু, বাঞ্ছাসিদ্ধ কল্প তরু
নিশ্চয় হতেছে মম মনে॥
নিবার এ ভব ক্লেশ, দেহ কিছু উপদেশ,
সাধ্যমত সাধিব তাহার।
যদি হলে কৃপাবান, দীনে করি কৃপা দান,
ত্রাণ কর হয়ে কর্ণধার॥
সন্ন্যাসীর স্থির মতি, জানি যোগে যোগপতি,
হাস্য মুখে দিলেন আশ্বাস।
সার গুহ্য উপদেশ, দিব যাহে ভব ক্লেশ,
অনায়াসে হইবে বিনাশ॥

থাকহ তারকনাথে, অবশ্য তোমার সাথে,
পুনর্ব্বার হইবে মিলন।
বৈশাখীয় পৌর্ণমাসী, নিশায় একাকী আসি,
এই রক্ষ মুলে বসি রবে॥
সুখ মোক্ষ এই ধাম, যে লয় তারক নাম,
সর্ব্ব দুঃখ তার বিমোচন।
কি কব তোমারে বাছা, এস্থান হয়োনা ছাড়া,
যথা প্রকাশিত ত্রিলোচন॥
শুনিয়া দ্বিজের বাণী, বলে করো যোড়পানী,
কিবা জানি নাহি কোন জ্ঞান।
এই পুনঃ ফিরে যাই, পুনঃ যেন দেখা পাই,
নিজ গুণে দীনে করো ত্রাণ॥
হয়ে লোমাঞ্চিত কায়, সন্ন্যাসী প্রণমে পায়,
সেই কালে দ্বিজ অদর্শন।
দেখে কার্য্য অসম্ভব, মনে কৈল অনুভব,
নিশ্চয় দেবতা এই জন॥
তারকনাথের খেলা, উপস্থিত সন্ধ্যা বেলা,
হতে চেলা জগন্নাথ গিরী।
আনন্দ সাগরে ভাসি, আরতী দেখিল আসি,
উপবাসী গতি ধিরি২॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, মুখে রব হরে হরে,
কক্ষ বাজাইয়া গায় গীত।
মুকুন্দ ধরয়ে তাল, কখন বাজায়ে গাল,
দুই জন পুলকে পূর্ণিত॥

সন্ন্যাসীরে সমাদরে, মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করে,
কেন ফিরে এলে পুনর্ব্বার।
কি তব মনন আছে, স্বরূপ আমার কাছে,
কহ শুনি সত্য সমাচার॥
সবিশেষ কিবা কব, শিবের সেবায় রব,
করিয়াছি মনে অভিলাস।
এই মহা মোক্ষ স্থান, নিশ্চয় হয়েছে জ্ঞান,
তাই হেতা করিব হে বাস॥
আভাসে আশয় পেয়ে, পুরোহিতে কয় গেয়ে,
শুন প্রভু সন্ন্যাসীর বাণী।
হেতা করিবারে বাস, হইয়াছে অভিলাস,
কহি সত্য এই মাত্র জানি॥
গোপসুতে দ্বিজ কয়, যা ইচ্ছা তাঁহার হয়,
অবশ্য রাখিব যত্ন করে।
এনে দেহ বাস স্থান, যে কিছু করেন পান,
আয়োজন করহ সত্বরে॥
সৌভাগ্যের সীমা নাই, চল তাঁর কাছে যাই,
যেই রূপ করেন আদেশ।
আজ্ঞামত কর্ম্ম যত, করিবারে হব রত,
কোন মতে নাহি পান ক্লেশ॥
নির্জনে এতেক বলি, দোঁহে হয়ে কৃতাঞ্জলি,
উপনীত সন্ন্যাসী নিকটে।
ভক্তিভাবে প্রণমিল, তিনেতে মিলন হৈল,
পরস্পর কথা অকপটে॥

এ নহে সামান্য স্থান, যথা শিব অধিষ্ঠান,
কি কহিব মহিমা অপার।
যেজন একান্তে ডাকে, দয়া প্রকাশিয়া তাকে,
ঘোর দুঃখে করেন উদ্ধার॥
শুভ দিনে তিনে জড়, আনন্দ বাড়িল বড়;
পরস্পরে করে সম্ভাষণ।
পরে বহু সমাদরে, রাখিল উত্তম ঘরে,
আতপান্ন করয়ে ভোজন॥
জয় শিব শিব রবে, রজনী বঞ্চিয়া সবে,
প্রাতঃকৃত্য কৈল সমাপন।
হইয়া একাগ্র চিত, চতুর্ভুজ পুরোহিত,
নানা পুষ্প করেন চয়ন॥
করে যেই কর্ম্ম করে, সন্ন্যাসী পূজিল হরে,
বোমং বাজাইয়া গাল।
মুকুন্দ টানিল দুগ্ধ, ভাবেতে হইয়া মুগ্ধ,
কভু কক্ষ করে ধরে তাল॥
সপ্তম দিবস গত, হইল পূর্ণিমাগত,
সন্ন্যাসীর মনেতে উল্লাস।
দ্বিজ বেশে দয়াময়, দিবেন চরণাশ্রয়,
আছি সেই করি অভিলাষ॥
শঙ্করে সঁপিয়া চিত, তারক মঙ্গল গীত,
কেদারে করিল প্রকাশিত।
ভবে যেন পাই ত্রাণ, অন্তে দিও পদে স্থান,
দীন দেখে কোরোনা বঞ্চিত॥

বৈশাখীর পূর্ণিমাতে মোহন্তের সহিত শিবের সাক্ষাৎ।

পয়ার।

বৈশাখী পূর্ণিমা আজি জানিয়া সন্ন্যাসী।
ভক্তিভাবে সে দিন রহিল উপবাসী॥
মহানন্দে মহাদেব করিয়া পূজন।
মন্দির সম্মুখে রহে করিয়া শয়ন॥
মনেং স্তব স্তুতি প্রণতি বিস্তর।
এই রূপে অস্তাচলে গেল দিবাকর॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি যখন হইল।
স্মরিয়া তারক নাথে নির্ভয়ে চলিল॥
সেই বট মূলে গিয়া হৈল উপনীত।
বসিল একাকী যথা হয়ে হরষিত॥
অন্তর্যামী অন্তরে জানিয়া যোগেশ্বর।
ক্ষণকাল মধ্যে যান সন্ন্যাসী গোচর॥
অপরূপ বিপ্রবেশ করিয়া ধারণ।
অনুকূলে বটমূলে দিলা দরশন॥
হেরিয়া সন্ন্যাসী হৈল পুলকে পূর্ণিত।
করিল প্রণাম পায় ভক্তির সহিত॥
বলে গুরু কৃপা কর কর দীনে পার।
অপার সংসারার্ণবে তুমি কর্ণধার॥
দয়া করি যদি দেখা দিলে দয়াময়।
করুণা নয়নে চাহ দেহ পদাশ্রয়॥
ভকতের স্তবে তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন।

সন্ন্যাসীর প্রতি কন মধুর বচন ॥
কহিব নিগূঢ় কিছু হিত উপদেশ।
তাহাতে মঙ্গল হবে যাবে সব ক্লেশ ॥
এই যে তারক নাথ নামেতে প্রকাশ।
স্মরিলে সকল দুঃখ হইবে বিনাশ ॥
ভয়ঙ্কর রোগ হৈতে পাবে সবে ত্রাণ।
যে রূপে করিবে পূজা শুনহে বিধান ॥
নখ শশ্রু কেশ যত্নে করিবে ধারণ।
একান্তে তারক নাথ নাম উচ্চারণ ॥
পূজার নিয়ম রাখি করিবে মাননা।
অবশ্য হইবে তার পূর্ণিত বাসনা ॥
পূজা আর কেশ দিতে এখানে আসিবে।
মৃত্তিকার কোটা লয়ে মুণ্ডন হইবে ॥
আশা পূর্ণ হলে বহু লোকে পূজা দিবে।
দেশ দেশান্তর হতে কতেক আসিবে ॥
দিন২ বাড়িবে সম্পদ বহুতর।
ধন ধান্য ভূমি রত্ন হইবে বিস্তর ॥
রক্ষক হইয়া হেতা সর্ব্বদা রহিবে।
বিধিমত কার্য্য যত নির্ব্বাহ করিবে ॥
মোহন্ত উপাধী পাবে সকলে মানিবে।
তোমার চরণদ্বয় ভক্তিতে পূজিবে ॥
যেবা যত পূজা দিবে শুন সে বিধান।
কিঞ্চিৎ তারক নাথে করিবে প্রদান ॥
অবশিষ্ট ধন যত ভাণ্ডারে রাখিবে।

সেখানে অতিথি সেবা যতনে করিবে ॥
ইচ্ছামত সবাকারে করাবে ভোজন।
উদাসীন কিম্বা দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
পাষাণের বৃষ স্তম্ভ সম্মুখে স্থাপন।
প্রতি দিন বলদের করাবে পূজন ॥
পূজার নিয়ম শুন দিয়া মনোযোগ।
মধ্যাহ্ন সময়ে পরমান্ন দিবে ভোগ ॥
ভোগান্তে শয়ন স্থান পর্য্যঙ্ক উত্তম।
তাতে শয্যা পরিপাটী প্রত্যহ নিয়ম ॥
স্বরিতা তামাকু সাজি দিবে দুই বেলা।
কদাচ একায়ে কভু না করিবে হেলা ॥
নিত্য সন্ধ্যাকালে সুখে আরতি করিবে।
সোর ঘণ্টা ঢাক দামা ত্রিকালে বাজিবে ॥
আপনি থাকিবে সদা হয়ে শুদ্ধাচার।
সেবায় হইলে ত্রুটি একে হবে আর ॥
যবে মুকুন্দের দেহ হইবে পতন।
মন্দিরের বামে কোরো সমাজ স্থাপন ॥
পাষাণে বান্ধিয়া দিবে সমাজের স্থান।
সেনহে সামান্য লোক ভৈরব সমান ॥
দুগ্ধ দিয়া অগ্রে পূজা করিবেক তার।
তারকনাথের আজ্ঞা খণ্ডে সাধ্য কার ॥
রাম নগরীয় গোপ বংশ জাত যত।
মধুমাসে সন্ন্যাস করিবে বিধিমত ॥
মাসের প্রথমাবধি আতপান্ন খাবে।

সদাচারে রবে তবে সিদ্ধ ফল পাবে ॥
ভারমল্ল নৃপতির রাজ্য ধনবংশ।
কিছু দিনান্তরে সব হইবেক ধ্বংশ ॥
ক্রমে বহুবিধ ধনে ভরিবে ভাণ্ডার।
নিয়মিত রূপে ব্যয় করিবে তাহার ॥
সেবকে সর্ব্বদা সুখে রাখিবে যতনে।
দেখ যেন কেহ কষ্ট নাহি পায় মনে ॥
কুলের কামিনী গণ হেথায় আসিবে।
জননী সমান জ্ঞান সর্ব্বদা করিবে ॥
প্রথমে পূজিবে তুমি করি শুদ্ধ মন।
ব্রহ্মচর্য্য আচরণে রবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সকল কার্য্যের ভার হইল তোমার।
শিষ্য করি রাখ এক ব্রাহ্মণ কুমার ॥
বুদ্ধিমন্ত ধীর ইষ্ট নিষ্ঠ বিচক্ষণ।
জিতেন্দ্রিয় প্রিয় ভাষি সাধুর লক্ষণ ॥
এরূপ স্বভাব হলে শিষ্য যোগ্য হবে।
ইহার অন্যথা হলে পদ নাহি রবে ॥
বিপদে পড়িবে ঘোর নাহিক এড়ান।
বিশেষিয়া কহিলাম যতেক বিধান ॥
অনিত্য এ দেহ কালে বিনাশ হইবে।
রাখিবে সমাজ দিয়া তায় সন্ধ্যা দিবে ॥
মন্দিরের পূর্ব্ব ভাগে সমাজের স্থান।
ক্রমে২ হবে তায় মন্দির নির্ম্মাণ ॥
বহু লোক হত্যা দিবে রোগের জ্বালায়।

দুগ্ধ কি চরণামৃত দিবে সে সবায় ॥
হত্যার নিয়ম কহি শুন অতঃপর।
কুষ্মম স্নান করি শুদ্ধ হবে কলেবর ॥
চরণামৃত মিশ্রিত দুগ্ধপান করি।
দেহ রক্ষা করিবেক শিব নাম স্মরি ॥
সন্ধ্যায় সন্মুখে আসি করিবে শয়ন।
দিবানিশি উপবাসে করিবে যাপন ॥
স্নানান্তে করিবে পূজা যথা সাধ্যমত।
সন্ধ্যায় ঘৃতের বাতি দিবে ভক্ত যত ॥
ত্রিকালে মন্দির বেড়ি করিবে প্রণাম।
এরূপ করিলে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
কাসাদি গলিত কুষ্ঠ নানা বিধ শূল ॥
হত্যায় হইবে সব রোগের নির্ম্মূল।
স্বপনে দিবেন বলি তাহার উপায়।
কি সামান্য রোগ, ভব রোগ শান্তি পায় ॥
অদ্য হতে হলে তুমি গদির ঈশ্বর।
তোমার আজ্ঞায় রবে যত অনুচর ॥
ছদ্ম বেশি ব্রাহ্মণের বদনের ভাষ।
শুনি সন্ন্যাসীর মনে বাড়িল উল্লাস ॥
বচনান্তে পদ প্রান্তে করি নমস্কার।
যেআজ্ঞা করিব বলি কৈলা অঙ্গীকার ॥
কেদার তারকনাথে সঁপি নিজ চিত।
প্রকাশ করিল নব তারক সঙ্গীত ॥

—ঃ০ঃ—

রাগীণী বাগেশ্বরী তাল মধ্যমান।

রক্ষ২ বিশ্বনাথ বিপদ সাগরে। বিপদে শ্রীপদ তরি দিতে হবে এ কিঙ্করে॥ ওহে ত্রৈলোক্যের পতি, তাই চাই পদে মতি, দীনের বল দুর্গতি, আর কে বিনাশ করে॥ এভবে সম্বল বল, শিব তুমি সে কেবল, নাহি সাধনের বল, দুর্ব্বল অতি অন্তরে। যেখানে সেখানে থাকি, সদা শিব বলে ডাকি, কেদারে দিওনা ফাঁকি, আশু তোম নাম ধরে॥

লঘু ত্রিপদি।

বিপ্রের বচনে, মোহান্তের মনে,
লাগে বড় চমৎকার।
যে দেখি লক্ষণ, নহেত ব্রাহ্মণ,
এযে খেলা দেবতার॥
আপনি কে বল, আর কেন ছল,
বঞ্চিত করোনা দীনে।
ধরি দ্বিজ বেশ, এরূপ আদেশ,
দেয় কে দেবতা বিনে॥
পরিচয় দেহ, সফল এ দেহ,
কর ওহে দয়াময়।
নাহি জানি জ্ঞান, নাহি জানি ধ্যান,
আমি দীন দুরাশয়॥
এই ভিক্ষা করি, দ্বিজ রূপ হরি,
হও হে প্রশন্ন ভব।

আশ্রিতে বঞ্চনা, কদাচ কোরোনা,
অনাথ কিঙ্করে ভব ॥
সন্ন্যাসীর বাণী, শুনি শূল পাণী,
দিলেন উত্তর তার।
বিপদে তরাতে, তারক আখ্যাতে,
হইয়াছি অবতার ॥
কলিকালে কেহ, পূর্ণ দেব দেহ,
দেখিবারে নাহি পারে।
সাধন বর্জ্জিত, স্থির নহে চিত,
এক বলে এক ভাবে ॥
ধর্ম্মে ভেদাভেদ, নাহি মানে বেদ,
আগম পুরাণ সার।
ইচ্ছামত ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
করে কর্ম্ম কদাচার ॥
হেলায় সেধন, পায় কোন জন,
বিনে তাঁর পদাশ্রয়।
আছে উদাসীন, সে বড় কঠিন,
সেবিলে সুলভ হয় ॥
বলে তন্ত্রে বেদে, অধিকার ভেদে,
কর্ম্মের বিধান যত।
ত্যজিয়া বাসনা, যে করে সাধনা,
পায় ফল [illegible] মত ॥
ইন্দ্রিয় সংযম, করিয়া নিয়ম,
ফল তেজি কর্ম্ম করে ॥

ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি, সুনির্ম্মল বুদ্ধি,
জ্ঞান সিদ্ধি হয় পরে ॥
আর তন্ত্র মত, সাধনেতে রত,
হলে হয় জ্ঞানোদয় ।
করিয়া বিশ্বাস, যে করে অভ্যাস,
কর্ম্মেতে সফল হয় ॥
শিব সংহিতায়, জ্ঞান যোগ তায়,
আছে বিধি বহুতর ।
করিয়া যতন, যোগের সাধন,
করা অতি ভয়ঙ্কর ॥
লয়ে সমীরণ, যোগের সাধন,
সে কর্ম্ম সামান্য নয় ।
করি যোগাসন, করিবে সাধন,
শাস্ত্রে দেখে কিবা হয় ॥
কি কব বিশেষ, বিনা উপদেশ,
তত্ত্ব জানি বিশেষিয়া ।
এই কলেবরে, সবে বাস করে,
যত দেব প্রকাশিয়া ॥
আদ্যাশক্তি যিনি, হয়ে কুণ্ডলিনী,
মূলাধারে শিব সহ ।
সর্পাকারা হয়ে, সুষুম্নারে লয়ে,
বিরাজিতা অহরহ ॥
যোগের কৌশলে, তারে লয়ে বলে,
সহস্রারে শিবালয় ।

শিব শক্তি যোগ, হলে খণ্ডে রোগ,
সেই নিত্যানন্দময় ॥
যোগ ধর্ম্ম ধন, হলে উপার্জ্জন,
সে ধনে সমূহ ফল।
যোগে জীব মুক্ত, এই শিব উক্ত,
আগম প্রমাণ স্থল ॥
তুমি বুদ্ধিমান, জ্ঞান পরিমাণ,
মনেতে কর বিচার।
কর্ম্ম না করিলে, রত্ন নাহি মিলে,
বিনা যত্নে হয় কার ॥
যে করে সাধন, সাধে সেই ধন,
মহত্ব প্রকাশ তার।
করি মনজয়, লহ পদাশ্রয়,
জেনো এই সারোদ্ধার ॥
কল কি অধিক, এদেহ অলীক,
কালেতে হইবে ক্ষয়।
চতুর যে জন, সে করে সাধন,
ক্রমে করে মনলয় ॥
কেদার অন্তরে, তাই চিন্তা করে,
ক্রমে দেহ অবশান।
শিব নাম স্মরি, গঙ্গাজলে মরি,
পদে যেন পাই স্থান ॥

পয়ার।

মোহন্ত একান্ত ভাবে করিয়া শ্রবণ।

বলে প্রভু কিবা জানি আমি অভাজন ॥
ধ্যানজ্ঞান হীন দীন দুরাশয় অতি।
কৃপা করি বল গুরু কি হইবে গতি ॥
যা তুমি করাবে তাই করিতে স্বীকার।
অধিকারি বুঝে উপদেশ দেহ তার ॥
সবাকার অন্তর্যামী তুমি সর্ব্বময়।
তব দয়া তুল্য দয়া অন্য দেবে নয় ॥
ওহে আশুতোষ দীনে কি গুণে সন্তোষ।
আমি জানি পদে পদে মম নানা দোষ ॥
দয়াকরে এত কথা শুনালে আমারে।
বলহ উচিত যাহা যুক্তি অনুসারে ॥
প্রবৃত্ত হইব তায় স্মরিয়া তোমায়।
নিতান্ত জেনেছি তুমি একান্ত সহায় ॥
তোমার করুণা হলে অবশ্য সফল।
যত কিছু সংসারেতে তুমি সে সকল ॥
স্তুতির কি জানি আমি মূঢ় হীন মতি।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি অগতির গতি ॥
শুনহে অনাথ নাথ বিনাশ দুর্গতি।
নিজ গুণে তার দীনে দিয়া শুদ্ধা মতি ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া কালী রূপ ধরি।
সর্ব্বদা বিরাজে তব হৃদে নূলোপরি ॥
পদ সুধা পানে সদা হইয়া মগন।
অশেষ শক্তির গুণ করেছ বর্ণন ॥
নানা মন্ত্র তন্ত্র আর সিদ্ধি প্রকরণ।

ভাস্কর উদয়ে লিঙ্গ করিবে পূজন ॥
মোহন্তের বেশে আসি গদিতে বসিবে।
পূজার যতেক দ্রব্য চাহিয়া লইবে ॥
কিছু মাত্র দিবে তার পূজার কারণ।
না দিলে সন্তোষ নহে সে সবার মন ॥
মধ্যাহ্নে অতিথিগণে করাবে ভোজন।
দেখো যেন অভুক্ত না থাকে কোন জন ॥
সকলের ভোজনান্তে ভোজন তোমার।
খাইবে প্রসাদ পরমান্ন অন্ন সার ॥
আরতি হইলে যাবে আপন আলয়।
সাধনের এই এক প্রধান সময় ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি জাগিয়া থাকিবে।
গুরু শাস্ত্র বিধিমত সাধন করিবে ॥
গমনাগমন চেষ্টা ভোজন শয়ন।
যে কিছু করিবে কর্ম্ম নিয়ম বন্ধন ॥
তার কার্য্য সিদ্ধ হয় মনোযোগ হলে।
নতুবা ভ্রমণ বৃথা এই ভূমণ্ডলে ॥
কেবল মালার গোছা ভালে ফোঁটা কাটা।
ভস্ম মাখা রক্ত বস্ত্র পরিধান আঁটা ॥
কত বেশে কত জন করয়ে ভ্রমণ।
কেহ কেহ করে গুরুদেব অন্বেষণ ॥
শিশ্ন উদরের জন্যে অনেক সন্ন্যাসী।
দেশ দেশান্তরে ফিরে ভোজনাভিলাষী
জগতে যতেক কর্ম্ম নিয়মেতে হয়।

নিয়মিত কর কর্ম্ম ভ্রান্তি হবে ক্ষয় ॥
বিষ্ণুর আছয়ে যোগ আগমে লিখন।
এবে কিছু কহি শুন নিগূঢ় বচন ॥
কেদার বলিছে বল শুনিতে বাসনা।
আমার সম্বল মাত্র তোমার করুণা ॥

—০ঃ০—

আরে মন কাঁহে যাতে হেঁ। কাঁহে গুরু উপদেশ নেহি লেতে হোঁ। সংসার অসার সার, সার গুরুকো ভেদ জান্‌তে হোঁ, নহি মাখন উঠাওকে পেয়া মাতঃ আউর সব মাটি পোতে হেঁ। ধান্দা ছোড়কে যো দৌড়তে হেঁ, উসি কো মেল যাতেহে সোহি সদানন্দ ভোগী হোকে আপকে আপ্‌ দেখ্‌তে হেঁ॥

দীর্ঘ ত্রিপদি।

বহু বিধ আছে যোগ, যাহে খণ্ডে ভব রোগ,
কহি শুন তার বিবরণ।
এই যে দেখিছ দেহ, ব্রহ্মাণ্ডের ছাড়া কেহ,
নহে এ প্রত্যক্ষ দরশন ॥
বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডেতে যাহা, শরীরে আছয়ে তাহা,
সপ্ত দ্বীপ সুমেরু সহিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, আকাশাদি অগ্নি জল,
চন্দ্র সূর্য্য সদা প্রকাশিত ॥
সর্ব্ব দেব শক্তি সহ, বিরাজিত অহরহ,
ক্ষুদ্র দেবালয় দেহ হয়।

দ্বিদল কমল পরে, নিশাকর বাস করে,
মণিপুরে রবি তেজোময়॥
দ্বিদল আজ্ঞাখ্য নাম, পরম কৈবল্য ধাম,
ব্রহ্মানন্দ সুখ নিকেতন।
যেই নাড়ী ইড়া নামে, অবস্থিতি আছে বামে,
তাহে চন্দ্র সুধা বরিষণ॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা কহে, সূর্য্য রশ্মি তাহে বহে,
নাদোপরি অর্দ্ধচন্দ্রাকার।
সূর্য্য তেজ উর্দ্ধগত, সেইত নির্ব্বাণ পথ,
যোগী জন চিন্তে অনিবার।
তাই চন্দ্র সূর্য্য হতে, দেহ সৃষ্টি নানা মতে,
কহিব বিশেষ শুন তার।
শুক্রাত্মক চন্দ্র মান, রক্তাত্মক সূর্য্যমান,
উভয় হইতে এ সংসার॥
পূরক রেচক বলে, ব্রহ্মদ্বার ভেদ হলে,
অনায়াসে পরমালয়ে যায়।
নিশ্চিত জানিবে এই, নিবৃত্তির পথ সেই,
হয় যার ইড়া পিঙ্গলায়॥
চন্দ্র পথে গেলে পরে, কেবল ভ্রমণ করে,
এ সংসারে আসি বারম্বার।
সূর্য্য পথে গতি যার, তার জন্ম নাহে আর,
নিত্যানন্দে বহে অনিবার॥
কি কব অধিক আর, যদি সাধিবারে পার,
পূরক কুম্ভক প্রাণায়াম।

যোগ শাস্ত্রে এই কয়, কুম্ভকেতে কিবা ভয়,
অনায়াসে পায় মোক্ষ ধাম ॥
দীর্ঘকাল কুম্ভকেতে, বিন্দু সিদ্ধি পায় তাতে,
সে সিদ্ধিতে অনঙ্গ দমন ।
শক্তি বজ্র লিঙ্গনালে, পবনে তুলিবে ভালে,
সে সকলি কুম্ভকের বল ॥
অধিকার কি কহিব, সেই যে সাক্ষাৎ শিব,
রুদ্রশক্তি তন্ত্রের বচন ।
নিজ বিন্দু প্রচালিতে, না হইবে কদাচিৎ,
যোগবলে করিবে ধারণ ॥
সম বায়ে রাখি শক্তি, বিন্দু শিব রজশক্তি,
আকর্ষিয়া দেহ মধ্যে লবে ।
উভয়ে মিলন হলে, যোগানন্দ তারে বলে,
সেই যোগে ব্রহ্মানন্দ লভে ॥
এ কর্ম্ম সামান্য নয়, বহু পরিশ্রমে হয়,
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধি হবে ।
নতুবা কামেতে মাতি, সম্ভোগে পোহালে রাতি,
চিরকাল নরকেতে রবে ॥
তাহে মাত্র পাপ যোগ, বাড়িবে সংসার রোগ,
উপসম নহে কদাচিত ।
যেই মত শাস্ত্রাদেশ, সেই মত উপদেশ,
লয়ে হবে যোগে প্রবর্ত্তিত ॥
যোগীর ভোজন যাহা, তোমারে কহিব তাহা
শুন এবে তার সবিশেষ ।

আতপান্ন ঘৃত ক্ষীর, খাইবে নির্ম্মল নীর,
হরিতকী মুখশুদ্ধি শেষ ॥
তিক্ত কটু কষায়ণ, লবনাদি কদাচন,
প্রাণান্তে না খাবে কোনমতে।
বহু পথ পর্য্যটন, কিম্বা নিশি জাগরণ,
বিরত স্ত্রী সঙ্গ ভোগ হতে ॥
বিষয়ের অভিলাস, একে কালে করি নাশ,
ব্যাকুলতা করিবে বর্জ্জন।
ধৈর্য্যাবলম্বনে রবে, সদা সত্য কথা কবে,
যোগ মঠ সুন্দর গঠন ॥
শৌচাচার চিত্ত শুদ্ধি, সন্তোষে নির্ম্মল বুদ্ধি,
ইষ্ট সিদ্ধি করিতে যতন।
শ্রীনাথে প্রণাম করি, বসিবে আসনোপরি,
আসনের শুন বিবরণ ॥
চৌরশী আসন কয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়,
সিদ্ধি পদ্ম স্বস্তিকোগ্রাসন।
শুন ওহে মহামতি, সিদ্ধাসন শুভ অতি,
কহি এবে নিয়ম যেমন ॥
পাদমূলে যোনি দেশ, চাপিয়া রাখিয়া শেষ,
শিস্নোপরি অন্য পদ দিবে।
ঊর্দ্ধ নেত্র উন্মীলন, ভুরু মধ্য বিলোকন,
কলেবর বক্রে না করিবে ॥
নির্ভয় নির্জ্জন স্থান, তথা যোগ অনুষ্ঠান,
সাবধানে নিয়মে সাধিবে।

বসি কুশাসনোপরি, একান্তে শ্রীনাথে স্মরি;
প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে ॥
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, দক্ষিণ নাসায় তুলি,
অবরোধ করি বিচক্ষণ।
ইড়া বাম নাসিকায়, যথা শক্তি সংখ্যাতায়,
পূরণ করিবে সমীরণ ॥
পূরিত পবন শেষে, আনি সব্য নাসা দেশে,
ক্রমেং করিবে রেচন।
পুনর্ব্বার পিঙ্গলায়, যতনে আনিয়া তায়,
পরিত্যাগ বামেতে পবন ॥
অল্পে অল্পে পরিহরি, বিংশতি কুম্ভক করি,
একাসনে করিবে সাধন।
যোগের নিয়ম এই, সাধয়ে সাধক যেই,
উষা আদি কালের গণন ॥
প্রাণায়াম সিদ্ধি হলে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে,
সিদ্ধে সর্ব্ব কাল সিদ্ধ হয়।
দিবা রাত্রে চারি বার, আছে বিধি সাধিবার,
পায় সেই আগমেতে কয় ॥
অভ্যাসিয়া বীজ নাম, সিদ্ধ করি প্রাণায়াম,
পরে মুদ্রা কর হে সাধন।
সহযোনি মুদ্রা সাধ, তাহাতে পূরিবে সাধ,
যত্নে বিন্দু করিবা ধারণ ॥
হইবে উত্তম কান্তি, ঘুচিবে সংসার ভ্রান্তি,
প্রতিদিন যোগের অভ্যাসে।

পটুতা হইলে ক্রমে, চরমে ছোঁবেনা যমে,
মুক্ত হবে পূর্ব্ব কর্ম্ম পাশে ॥
যদি সন্দ হয় চিত্তে, কোন কথা জিজ্ঞাসিতে,
স্মরণেতে হইবে প্রকাশ ।
এখন গমন করি, মম বাক্য শিরে ধরি,
সদানন্দে কর গিয়া বাস ॥
গমন উদ্যোগ হেরে, জগন্নাথ মহেশেরে,
পুনঃপুন করিল প্রণাম ।
পড়িয়া চরণতলে, কাতরে বিনয়ে বলে,
যেন পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥
মোহন্ত এতেক বলি, করযোড়ে কৃতাঞ্জলি,
বহুবিধ করিল স্তবন ।
শ্রীমুখের আজ্ঞামত, পালনে হইব রত,
অবিরত সেবায় যতন ॥
এতেক শুনিয়া বাণী, কহিলেন শূলপাণী,
ভয় নাই হইবে মঙ্গল ।
রজনী প্রভাত হয়, বিশ্বনাথ পুন কয়,
উপদেশ দিয়াছি সকল ॥
কয়্যে বাক্য শিরধার্য্য, সমাধা করিবে কার্য্য,
কোন মতে অগ্রাহ্য কোরোনা ।
ইহা বলি অদর্শন, হইলেন ত্রিলোচন,
সন্ন্যাসীরে করিয়া করুণা ॥
কেদার কাতরে বলে, অন্তকালে পদতলে,
নিজ গুণে স্থান দিতে হবে ।

এই মাত্র অভিলাষী, জাহ্নবী জীবনে ভাসি,
শিব নাম বদনেতে করে ॥

—০:০:০—

রাগিণী মল্লার তাল কাওয়ালি।

সরল অন্তরে সদা বল শিব শিব। নইলে শিবের নাম না থাকে অশিব॥ আগমেতে উক্তি শিব, ভক্তিভাবে যেই জীব, অনিবার বলে শিব, সেই জীব হয় শিব। হইলে শিবের দাস, না থাকে শমনত্রাস, অনায়াসে অবিনাশ, শিব গুণ কি কহিব। কেদার্ এই যুক্তি বলে, চল শিব পদতলে, আশুতোষ বেদে বলে, সে তুলনা কিবা দিব।

পয়ার।

মোহন্তের তারকনাথের মন্দির সমীপে উপস্থিত।

পরে গিরি ধিরি ধিরি মন্দির সম্মুখে।
উপনীত হইয়া প্রণাম করে সুখে॥
স্নান শৌচ আদি কর্ম্ম করে সমাপন।
মহানন্দে মহেশের করিল পূজন॥
মোহন্তের বেশে আসি বসিল গদিতে।
নানা দেশ হৈতে লোকে আসে পূজা দিতে॥
মোহন্ত কহিল সব পূজার বিধান।
শুনি সবাকার হৈল চমৎকার জ্ঞান॥
দেবতার কথায় সকলি হয় নয়।

বিশেষ তদন্ত শুনি করিল প্রত্যয় ॥
সেই মত পূজা দিয়া সবে গেল ঘর।
মধ্যাহ্নে পায়স ভোগ হৈলা তার পর ॥
মুকুন্দ জানিল মনে শঙ্করের খেলা।
জগন্নাথে ভোলানাথ করিলেন চেলা ॥
মুকুন্দ মোহন্ত চতুর্ভুজ পুরোহিত।
আর তাঁর পর তিনে হইয়া মিলিত ॥
পরস্পর সবে শিব গুণানুকীর্ত্তনে।
বিভাবরি পোহাইল আনন্দিত মনে ॥
নিয়মিত রূপে পূজা হয় প্রতিদিন।
নানাদিক হতে আসে কত উদাসীন ॥
সকলে ভোজন করে মধ্যাহ্ন সময়।
কি কহিব হৈলা স্থান নিত্যানন্দময় ॥
ঢাক ঢোল করতাল বাজায় মৃদঙ্গ।
করতালি দেয় সবে পুলকিত অঙ্গ ॥
রক্ষ হে তারকনাথ এই মাত্র রব।
মন্দির বেড়িয়া নাচে করি মহোৎসব ॥
কাশাদি গলিত কুষ্ঠ রোগী নানা মত।
দেশ দেশান্তর হৈতে জড় হয় কত ॥
মোহন্তে প্রণমি যায় শিবের সম্মুখে।
পূজা দিয়া স্তব করি পড়ে মহা দুঃখে ॥
চক্ষু জলে বক্ষঃ ভাসে রোগের জ্বালায়।
বলে প্রভু রক্ষা কর আপন কৃপায় ॥
আমরা কালর জীব রোগ শোকে ভরা।

বিনাশিতে বিশ্বনাথ আসিয়াছ ধরা ॥
হয়েছ তারক নাথ নামেতে প্রকাশ।
তবে কেন এ দুর্গতি না করিবে নাশ?
তব দয়া তুল্য দয়া নাহি দয়াময়!
আশুতোষ নাম আশু দেহ পদাশ্রয় ॥
সাধ্যমত দিব পূজা পরমান্ন ভোগ।
শুনেছি শরণ নিলে শান্তি সর্ব্ব রোগ ॥
এরূপে অনেক রোগী করে বহু স্তব।
কেবল তারকনাথ নাম মাত্র রব ॥
আনন্দের হাট ঘাট আনন্দ পশারি!
আনন্দে বসিল আসি কত সারি সারি ॥
রাজার কিঙ্করে করে নিয়মিত কাজ।
প্রতিদিন প্রণমিতে আসে মহারাজ ॥
কি অপূর্ব্ব স্থান হৈল বনের ভিতর।
অবনীতে অবতীর্ণ ভোলা মহেশ্বর ॥
ধন্বন্তরি হইয়া ঔষধ দিয়া দান।
ভয়ঙ্কর রোগ হৈতে জীবে পায় ত্রাণ ॥
একথা ঘোষণা হৈল দেশ দেশান্তরে।
অবিরত সমাগত কত শত নরে ॥
কনক ত্রিপত্র বস্ত্র সিদ্ধি গঙ্গাজল।
ঘৃত দুগ্ধ মিষ্ট আর নানাজাতি ফল ॥
প্রত্যহ প্রচুর দ্রব্য আনে বহুজন।
ক্রমেতে পূর্ণিত হৈল ভাণ্ডারেতে ধন ॥
মোহন্তের বাস গৃহ হইল নির্ম্মাণ।

সেই সঙ্গে নির্ম্মাইল অতিথির স্থান ॥
বহু ভূপে ভূমি দিল সেবার কারণ।
কিছু দিন মধ্যে হৈল বহুবিধ ধন ॥
গো মহিষ মাতঙ্গ মরাই ধান্যাধার।
ধার্ম্মিক কিঙ্কর চাসী কত সুপকার ॥
হইল বিস্তর দ্রব্য গম ধান্য ছোলা।
অতিথির জন্য রাখে ভরি কত গোলা ॥
ততদিন পরিতোষে অতিথি ভোজন।
সে স্থানে না থাকে কেহ করি অনশন ॥
উৎসবেতে খায় গায় বাজাইয়া গাল।
অপরূপ এইরূপ গত কিছুকাল ॥
মুকুন্দ ত্যজিল দেহ স্মরিয়া শঙ্কর।
মন্দিরের বামে পুতে রাখে কলেবর ॥
ইষ্টকে বাঁধিয়া দিল সমাধির স্থান।
তাহার উপরে এক রাখিল পাষাণ ॥
কেহ বলে পাষাণ হয়েছে গোপসুত।
কি জানি দেবের লীলা সকলি অদ্ভুত ॥
তারকনাথের খেলা কে বুঝে হেলায়।
কি ভাবে কখন কেবা পদে স্থান পায় ॥
মুকুন্দের পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্মযোগ ছিল।
সেই ফলে অবহেলে ভৈরব হইল ॥
পূর্ব্বের আদেশ আছে দুগ্ধে পূজা পাবে।
তোমারে পূজিলে তার রোগ শোক যাবে
একথা প্রকাশ আছে জানি সর্ব্বজন।

পাষাণে ঢালিয়া দুগ্ধ করয়ে পূজন ॥
মুকুন্দ আনন্দময় নাহি কোন ভয় ।
পূর্ব্বের সাধন বিনা কোথা কার হয় ॥
বহু জন্ম কর্ম্ম ফল ফলিল এবার ।
জ্ঞান সিদ্ধ হয়ে হৈল তুল্য দেবতার ॥
জ্ঞান বিনে ত্রিভুবনে নাহিক মোচন ।
আর যত কর্ম্ম দেখ সকলি বন্ধন ॥
আগমের মত আর বেদের বিধান ।
বাসনা ত্যজিয়ে কর্ম্ম করে জ্ঞানবান ॥
কর্ম্মময় এসংসার কর্ম্ম ছাড়া কেবা ।
সেই শ্রেষ্ঠ যেই করে ইষ্ট পদ সেবা ॥
সকাম হইয়া যদি বেদ মতে চলে ।
তাহাতে উত্তম গতি অবশ্যই ফলে ॥
যত মত শাস্ত্র আছে ভারত ভুবনে ।
বেদাগম তুল্য নাই স্থির জেনো মনে ॥
তত্ত্বজ্ঞান মহাবিদ্যা করিতে অর্জ্জন ।
বেদাগম পাঠশালে না কৈ্যে পঠন ॥
কে কোথা হয়েছে বল তন্ত্রেতে বিদ্বান ।
অন্য আর যত কিছু সে সকলি ভান ॥
পুরাণ প্রসিদ্ধ জ্ঞান হিত উপদেশ ।
ইতিহাস ছলেতে বুঝাতে অবশেষ ॥
ধর্ম্মনীতি রাজনীতি গৃহস্থ নিয়ম ।
কোন মতে জীবের না জন্মে কোন ভ্রম ॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি সত্য কথা কহে ॥

পরহিংসা পরনিন্দা প্রাণান্তে না লবে ॥
বনিতা ব্যতীত যত দেখিবে রমণী ।
নিশ্চয় করিবে জ্ঞান আপন জননী ॥
আহার বিহার আর নিদ্রা জাগরণ ।
নিয়মে করিবে সব কার্য্য সমাপণ ॥
ইত্যাদি অনেক বিধি পুরাণে লিখন ।
যে মতে চলিলে হয় সাধুত্ব লক্ষণ ॥
বেদাদি পুরাণ তন্ত্র যত কিছু বল ।
জীবের মঙ্গল হেতু জানিবে কেবল ॥
যে যেমন অধিকারি উপদেশ তাই ।
বুঝিলে বিতর্ক ইথে কিছুমাত্র নাই ॥
না বুঝিয়া শাস্ত্রমর্ম্ম কর্ম্ম অনুচিত ।
করিলে তাহাতে ঘটে হিতে বিপরীত ॥
সকলের সার ধর্ম্ম ব্রহ্ম পরায়ণ ।
সেই ব্রহ্মজ্ঞানী এবে নব্য বহুজন ॥
ব্রহ্মজ্ঞান কারে বলে তার কি লক্ষণ ।
কিরূপে করিতে হয় তার নিরূপণ ॥
সহজে হবার হলে অনাসে হইত ।
[illegible] কোথা পেয়েছে জ্ঞান সাধন ব্যতীত ॥
বহু সাধনের ধন অমূল্য রতন ।
কেমনে পাইবে বল না করে সাধন ॥
অর্থ করি বিদ্যা অর্জ্জন করিবার কালে ।
ভাবিয়া দেখহ কত কষ্ট পাঠশালে ॥
বহুবিধ পরিশ্রম করি কায়মনে ।

দিবা নিশি চিন্তা করে শিখিব কেমনে ॥
দেহে কষ্ট ধন নষ্ট বিশিষ্ট যতন ।
করিলে সৌভাগ্যক্রমে পায় কোন জন ॥
জগতে যতেক বিদ্যা আছয়ে প্রকাশ ।
কৃতবিদ্যা কেবা হয় না করো অভ্যাস ॥
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ বেদের বচন ।
অকাটা এ কথা গাঁথা কে করে খণ্ডন ॥
মহদাদি কি সামান্য কর্ম্ম দেখ যত ।
গুরু উপদেশ বিনা কেবা সিদ্ধস্বতঃ ॥
গুরু যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জেনে দেখ সার ।
সকল কর্ম্মেতে গুরু প্রত্যক্ষ তাহার ॥
গুরু ভিন্ন কোন কর্ম্ম যদি সিদ্ধ নয় ।
তবে কেন না মানিবে গুরু জগন্ময় ॥
যে কিছু অভ্যাস কর আগে গুরু চাই ।
গুরু উপদেশ ভিন্ন অন্য গতি নাই ॥
তত্ত্ববিদ্যা বিনা অন্য বিদ্যা যে সকল ।
নিশ্চয় জানিবে সেই অবিদ্যা কেবল ॥
সংসারের সার বিদ্যালাভ অনায়াসে ।
কখন কি হতে পারে বল কি বিশ্বাসে ॥
ধন্য ধন্য মহাপুণ্যবান তুমি কলি ।
তোমার রাজ্যেতে ব্রহ্মজ্ঞানী মুখে বলি ॥
আচার নিয়ম কিছু নাহি প্রয়োজন ।
বেদ পড়া হস্ত নাড়া আরক্ত নয়ন ॥
কর্ম্ম কাণ্ড বৃথা ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু নয় ।

অলীক এ পৌত্তলিক ইথে কিবা হয় ॥
ইহা বলি জ্ঞানী সব চলে যে নিয়মে।
কেদার বলিছে তাই বলি ক্রমে ক্রমে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদি।

কর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি, মুখে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলি,
ব্রহ্মজ্ঞান করেন প্রকাশ।
ইচ্ছামত যথা তথা, তুলিয়া ব্রহ্মের কথা,
মনে মনে কতই উল্লাস ॥
এহইতে নাহি ধর্ম্ম, কে বুঝে ইহার মর্ম্ম,
কর্ম্ম সব করিতে নিষেধ।
লোকের মহৎ ভ্রান্তি, জপ পূজা শ্রাদ্ধ শান্তি,
দেখ মান। করিয়াছে বেদ ॥
কিছু না করিতে হবে, বৃথা কষ্ট কেন সবে,
সংসারেতে পাইবে নিস্তার।
ব্রহ্মসমাজেতে যাও, ব্রহ্ম গুণ গান গাও,
সকলেরি বেদে অধিকার ॥
হারমোনিয়া ছাড়ে তান, সুধা মাখা তত্ত্ব গান,
শ্রবণে শ্রবণ সুশীতল।
যত কর্ম্ম এ জগতে, এক ব্রহ্ম ধর্ম্ম হতে,
সকল কর্ম্মের পাবে ফল ॥
গৃহাশ্রম কর্ম্ম যত, বৃথা ব্যয়ে কেন রত,
আয় মত ইথে দিবে ধন।
যত কৌটা কোটা মিলে, কর্ম্ম কাণ্ড বাড়াইলে,
সার ধর্ম্ম করিয়া গোপন

আর জ্ঞানী বলে ভাই, এধর্ম্মেতে লাভ নাই,
বলে তাই করেনা প্রকাশ।
সত্য মুখে বলা চাই, আর কোন লেঠা নাই,
ব্রহ্ম প্রতি সতত বিশ্বাস॥
এই রূপে পরস্পরে, সমাজে বক্তৃতা করে,
ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া রচনা।
বাদ্য সহ ব্রহ্ম গীত, শুনে মন পুলকিত,
এই মাত্র ব্রহ্মের সাধনা॥
যদৃচ্ছা ভোজন পান, নাহি তার পরিমাণ,
যথা যাহা পান তাহা খান।
কত দ্বিজ উপবীত, ফেলে হন হরষিত,
মুখে কন সকলি সমান॥
খাদ্যের বিচার হীন, কিবা গৃহী কিবা দীন,
সকলের অন্ন খেতে রুচি।
অনল সলিলে পাক, কিবা অন্ন কিবা শাক,
সেই অন্ন কিসে বা অশুচি॥
সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান, সর্ব্বত্র তাঁহার স্থান,
সর্ব্ব জাতি সমান নিশ্চয়।
ভেদাভেদ মিছে করা, অজ্ঞানে পূর্ণিত ধরা,
এবে কিছু জ্ঞানের উদয়॥
এরূপ নিয়মাচারে, জ্ঞানী হয়ে সবাকারে,
উপদেশ দেন স্বীয় মত।
কতেক কহিব আর, এযে ধর্ম্ম একাকার,
হিন্দু হয়ে হিন্দুয়ানি হত॥

যদি বল এক ব্রহ্ম, সাধন প্রধান ধর্ম্ম,
একথা প্রামাণ্য সর্ব্বকাল।
উদ্ধারের অনুষ্ঠান, করা অতি সুবিধান,
যাহে মুক্ত হয় মায়াজাল॥
যদি হেন মত হয়, তাতে কেবা কথা কয়,
পূজ্য হয় জগৎ মণ্ডলে।
বেদের আদেশ মতে, চলিলে সাধুর পথে,
জ্ঞানোদয় হয় কর্ম্ম বলে॥
শম দম উপরতি, বিষয়ে তিতিক্ষা অতি,
দেব শাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাস।
শ্রদ্ধা সমাধান আর, মুক্তি ইচ্ছা অনিবার,
অন্য কিছু নাহি অভিলাষ॥
নিশ্চয় জানিবে এই, ব্রহ্ম উপাসক সেই,
ক্রমে হবে জ্ঞানের ভাজন।
যথা লাভে তুষ্ট হবে, প্রাণান্তে না মিথ্যা কবে,
সদা কাল সন্তোষিত মন॥
যথা সাধ্য দীনে দান, রাখিবে মানীর মান,
ন্যায়ার্জ্জিত ধনে সুখী হবে।
প্রাতঃ মধ্য সায়াহ্নেতে, সাধ্যমত সাধনেতে,
বিরত কদাচ নাহি রবে॥
লয়ে গুরু উপদেশ, চিন্তিবেক নির্ব্বিশেষ,
অশেষ বিশেষ যত্ন করি।
সাধনে ঘুচিবে ভ্রান্তি, হইবে মনের শান্তি,
অহং অভিমান পরিহরি॥

পরম দুর্লভ ধন, অনায়াসে উপার্জ্জন,
করিতে কে পারে এ সংসারে।
বিচারিয়া বল ভাই, কেমন সাধন চাই,
নতুবা কে পায় বল কারে॥
যা বলে বেদান্তে হিত, তাহে ভাবি বিপরীত,
অনুচিত কর্ম্মেতে মগন।
শাস্ত্র যুক্তি ত্যজ্য করে, শুদ্ধ ব্রহ্ম নাম ধরে,
অনায়াসে জ্ঞান উদ্দীপন॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্ট, ক্রমেতে সকল নষ্ট,
হলো এই স্পষ্ট বোধ হয়।
কর্ম্মের হয়েছে খর্ব্ব, ধনীর দুর্জ্জয় গর্ব্ব,
প্রায় লোক মিথ্যা কথা কয়॥
দেব দ্বিজে হীন দৃষ্টি, তাতে রোগ অনাবৃষ্টি,
দিন দিন হতেছে প্রবল।
দেখ কর্ম্ম ধ্বংশ যত, জীবের দুর্দ্দশা তত,
পূর্ব্বাপেক্ষা সকলি দুর্ব্বল॥
যখন হিরণ্য গর্ভ, কর্ম্ম সহ প্রজা বর্গ,
সৃজিলেন করিয়া বিধান।
বেদের নিয়ম ধরি, দেবোদ্দেশে কর্ম্ম করি,
সুখে রবে হইবে কল্যাণ॥
কর্ম্মেতে অমর গণে, সন্তোষ হইয়া মনে,
সময়ে দিবেন অন্ন জল।
কিন্তু কর্ম্ম হলে হীন, দিন দিন হবে দীন,
রোগ শোক যন্ত্রণা কেবল॥

এবে সেই কর্ম্ম হীন, দ্বিজ প্রায় পরাধীন,
করে কর্ম্ম কদাচার ময় ।
ব্রাহ্মণের যে আচার, প্রায় লুপ্ত হল তার,
অনাচারে সবে লিপ্ত রয় ॥
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ শান্তি, দেখিলে বলে কি ভ্রান্তি,
ফাঁকি দিয়া ভুজা কাচা লয় ।
পিতা আসি নাহি খান, দেখে শুনে বিদ্যমান,
হেন কাজ করা যুক্তি নয় ॥
ইহা বলি নিত্য কর্ম্ম, নাহি মানে স্বীয় ধর্ম্ম,
করে কর্ম্ম অতি কদাচার ।
কতেক কহিব আর, দেখনা প্রত্যক্ষ তার,
ধর্ম্ম ধেনু জীবের আহার ॥
দেখিয়া কালের রীতি, কেদার হয়েছে ভীত,
ভবার্ণবে কিসে হবে পার ।
সম্ভাবনা শিব নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
সেই নাম ভরসা এবার ॥

—০০০—

পয়ার ।

অথ কর্ত্তাভজার বর্ণনা ।

কলিকালে আর এক ধর্ম্ম কর্ত্তাভজা ।
কি কহিব সে ধর্ম্মেতে চমৎকার মজা ॥
আদ্যোপান্ত কহি শুন তার সবিশেষ ।
ঘোষ পাড়া নামে খ্যাত উত্তর প্রদেশ ॥
জাতিতে সদ্গোপ রাম শরণ সুদীন ।

উপাধি তাহার পাল কিঞ্চিত প্রবীণ ॥
ধান্য ভূমি কর্ষণ করিছে এক দিন।
দৈবে উপস্থিত হৈলা এক উদাসীন ॥
গোধড়ি গলায় তার ফকিরের বেশ।
ডাকিয়া দিলেন কিছু তারে উপদেশ ॥
তাহার আদেশে পাল দেশ দেশান্তরে।
বিস্তর করিল ভাল রোগ প্রতীকার ॥
তাহাতে সমূহ ধন হইল সঞ্চয়।
দিন দিন হৈল তার সুখের উদয় ॥
উপলক্ষোষধ মাত্র দেব ছিল তায়।
একথা প্রতায় ভাব গতিকে বুঝায় ॥
অন্ন জাতি জাতি তত্ত্ব বিচার কিছু নাই।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদেশ হবে ভাবি বুঝি তাই ॥
একথা প্রসিদ্ধ তার আছয়ে প্রবাদ।
এধর্ম্মে আসিতে যার হইবেক সাধ ॥
নারি হলে হিজড়া হবে পুরুষেতে খোজা।
তবেত হইবে নাম ধারি কর্ত্তা ভজা ॥
নম্রভাবে সদা রবে মনোরম স্থানে।
প্রাণান্তে না চাবে কভু পর দ্রব্য পানে ॥
সর্ব্বজীব সম স্নেহ দেহে মিথ্যাজ্ঞান।
সত্য কথা কবে রবে তাজি অভিমান ॥
এইত বেদান্ত মতে উপদেশ হয়।
এবে তার বিপরীত দেখি সমুদয় ॥
ইন্দ্রিয় সংযম কোথা সকলি প্রবল ॥

সেথাহ প্রকৃতি পুরুষে বাধা দল॥
কাওরা কৈবর্ত্ত কলু হাড়ি ডোম মুচি।
যে কোন হউক জাতি ধর্ম্মে এলে শুচি॥
বহু সংখ্যা নিজ জাতি ভদ্র অল্প অতি।
ইদানি শুনিতে পাই ভদ্রের উন্নতি॥
কথায় উৎকট রোগ আরোগ্য হইবে।
রোগের জ্বালায় যায় ভাল হতে সবে॥
কামুকী কামিনী সব গিয়া হয় জড়।
কেবল ভাবের গীত গাইবারে দড়॥
রমনী পুরুষ সব বসি একাসনে।
অন্নাদি ভোজন করে আনন্দিত মনে॥
সর্ব্বদল মধ্যে গুরু আছে এক জন।
তাহার মুখের অন্ন করয়ে ভোজন॥
মুচি আদি শুচি ভাবে করয়ে প্রণাম।
গুরুদেব হতে হবে পূর্ণ মনস্কাম॥
ভোজন সম্ভোগ আর উচ্চৈস্বরে গান।
এই তিন কর্ম্ম দেখ এধর্ম্মে প্রধান॥
হাঁক ডাক জল পড়া সে সকলি ফাঁথি।
কেবল তর্জ্জন মাত্র ঘুরাইয়া আঁকি॥
জড়ি বটি দিয়া করে বুজ্‌রুগি জাহির।
গুরুর গৌরব কত যেন সিদ্ধ পির॥
সন্ন্যাসীর উপদেশ প্রতি করি দ্বেষ।
আহামরি কিবা ধর্ম্ম নাহি দুঃখ লেশ॥
কেবল সম্ভোগ বৃদ্ধি দেখি সিদ্ধি এই।

সেমূঢ় এগূঢ় তত্ত্বে মজে গিয়া যেই ॥
ইন্দ্রিয় নিয়মে রেখে ত্যজিয়া বাসনা।
যেমত হকু না কেন করিবে সাধনা ॥
তবেত হইবে দেব স্বভাব লক্ষণ।
অসুর স্বভাবে সাধু হয় কোন জন ॥
আর কি বলিব এবে বলি এই শুন।
যথার্থ বেদান্ত মতে হওরে নিপুণ ॥
বিহিমত নিত্য কর্ম্ম করিবে সাধনা।
সাধনে স্ববশ হবে রিপু ছয় জনা ॥
ক্রমেতে নির্ম্মল বুদ্ধি সিদ্ধির লক্ষণ।
দিনং আনন্দের হবে উদ্দীপন ॥
কত কব সেই সব নিয়ম আচার।
বেদান্তে বিশেষ আছে প্রকাশ তাহার।
একান্ত বেদান্ত মত না করে আশ্রয়।
আর কোন ধর্ম্মে কর্ম্মে নাহি জ্ঞানোদয় ॥
বেদ পথে একেবারে দিয়া জলাঞ্জলি।
বিপরীত কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রকাশিল কলি ॥
দেখ যথা হর হরি পূজা ত্যজ্য করে।
তুলেছে হরির লুট বহু বিধ নরে ॥
পিরের সিরণি মত যত ভক্ত জন।
বাতাসায় সারে দায় হরির পূজন ॥
পূর্ব্বাপর প্রসরের যে নিয়ম আছে।
কিছু মাত্র নাহি তার হরিলুট কাছে ॥
প্রসবিয়া স্নান করি পান্ত ভাত খায়।

উপবাস অগ্নি সেবা কিছু নাহি তায় ॥
তুলসী তলার মাটী খায় ভক্তি করি।
বদনে বলেন মাত্র যা করেন হরি ॥
এই রূপে বঙ্গ নারি কাল গ্রাসে যায়।
নতুবা উৎকট রোগে সর্ব্বদা ভোগায় ॥
দেশাচার মত ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা ছিল।
কালেং সে সকলি উঠিতে লাগিল ॥
সমস্ত বিষয়ে দেখ ভঞ্চক প্রকাশ।
ভ্রমণ করিছে হয়ে বঞ্চকের দাস ॥
হেন ভয়ানক কালে শিব সদাশয়।
মহীতে উদয় হৈলা হইয়া সদয় ॥
একান্ত তারকনাথে কররে স্মরণ।
বদনে কেবল কর নাম উচ্চারণ ॥
সকল বিপদে অনায়াসে পাবে ত্রাণ।
ডাকিলে তারক নাথে সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥
কেদার একান্তে পদ প্রান্তে স্থান চায়।
শিব বলে গঙ্গাজলে যেন প্রাণ যায় ॥

—০:০:০—

রাগিণী মল্লার তাল কাওয়ালি।

আর বিষয় কুহকে পড়ে থেকোনারে থেকোনা।
বিষয় বিষের কাঁটা ছাড়োনারে ছাড়োনা ॥
সে কাঁটার ঘোর বিষে, লেগেছে দুর্জ্জয় দিশে,
নিস্তার পাইবে কিসে, তিলেক তা ভাবনারে
ভাবনা। এ রোগের মহৌষধ, আছে মাত্র শিব

পদ, তার হবে নিরাপদ, এ বিপদ রবেনারে রবেনা ॥ কেদারের যুক্তি এই; শিব নাম লবে যেই, হবে জীব শিব সেই, অন্যথা হবেনারে হবেনা ॥

ত্রিপদি।

ক্রমে দেশ দেশান্তরে, জানিয়া অনেক নরে,
বিপদে পড়িয়া পূজা মানে।
ভয়ঙ্কর রোগ হতে, মুক্ত হয় ভক্তি মতে,
পূজা দেয় আসি সিদ্ধ স্থানে ॥
প্রতিদিন লোক জড়, বাড়িল আনন্দ বড়,
অদ্যাবধি প্রত্যক্ষ তাহার।
যে শরণ লয় পায়, স্বপনে ঔষধ পায়,
তাহে হয় রোগ প্রতিকার ॥
রোগের জ্বালায় কেহ, ধরায় পাতিয়া দেহ,
গড়াগড়ি মন্দির বেড়িয়া।
মনস্কাম পূর্ণ যার, কি কব সৌভাগ্য তার,
পূজা দেয় ভকতি করিয়া ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা নারি, চারি দিকে সারি সারি,
পড়ে আছে সর্ব্বদা সমান।
সিদ্ধি দুগ্ধ গঙ্গাজল, বাতি নারিকেল ফল,
আর তাতে ওলা বর্ত্তমান ॥
নৈবেদ্য সাজায়ে লয়ে, দ্বারে কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাঁড়াইয়া কত ভক্ত জন।
ত্রিসন্ধ্যা বাজনা বাজে, পুরোহিত ব্যস্ত কাজে,

আর যত অনুচর গণ ॥

সে স্থানে অভুক্ত কেবা, মধ্যাহ্নে অতিথি সেবা,
মোহন্ত একান্ত মনে করে।
বিপ্রে করে বেদ পাঠ, যেন আনন্দের হাট,
সবে নাচে পুলক অন্তরে ॥
দিবাকর মধ্য ভাগে, যখন বিমানে জাগে,
সেই কালে পরমান্ন ভোগ।
মোহন্ত প্রসাদ পায়, আর সাধু ভক্ত খায়,
দৃঢ় হলে খণ্ডে সর্ব্ব রোগ ॥
কেহ করি ঊর্দ্ধহাত, বলে জয় বিশ্বনাথ,
নিজ গুণে প্রকাশি মহিমা।
কেহ বা বাজায় গাল, কেহ করে ধরে তাল,
উৎসবের নাহি দিতে সীমা ॥
গায়ক গাইছে গীত, তাহাতে মোহিত চিত,
বিকসিত হৃদয় কমল।
প্রতিদিন এই রূপ, কিবা স্থান অপরূপ,
কি নির্ম্মল শিব গঙ্গাজল ॥
পুষ্পবন তার তীরে, তাহে মধুকর ফিরে,
মধু লোভে গুণ২ স্বরে।
বিল্ব বৃক্ষ স্থানে২, যত্নে দল ফল আনে,
প্রেমানন্দে সবে পূজা করে ॥
দুঃখানল নিবাইতে, আশুতোষ অবনীতে,
লিঙ্গেতে হইলা অধিষ্ঠান।
শিব বল সর্ব্ব লোক, নাহি রবে রোগ শোক,

ভক্ত হলে তবে পাবে ত্রাণ ॥

কলিতে দুর্লভ স্থান, যথা শিব মূর্ত্তিমান,

যাচিয়া করেন দয়াদান।

যেখানে সেখানে থাকে, তারকনাথেরে ডাকে,

বিপাকেতে পায় পরিত্রাণ ॥

ধন্য২ পুণ্য দেশ, নাহি অধর্ম্মের লেশ,

অশেষ বিশেষ উপকার।

ক্ষমিয়া জীবের দোষ, কৃপাময় আশুতোষ,

প্রকাশিলা মহিমা অপার ॥

এরূপে দিবস কত, ক্রমেতে হইল গত,

অনুগত ভারমল্ল ভূপ।

ত্যজিয়া সংসার স্নেহ, কালেতে ভৌতিক দেহ,

ত্যজিলেন ভাবি শিব রূপ ॥

রাজা যে শিবের দাস, হইল কৈলাসে বাস,

মায়াপাশে হইয়া মোচন।

এসংসারে পুনর্ব্বার, জন্ম না হইবে আর,

এই সর্ব্বশাস্ত্রের লিখন ॥

নৃপতির মৃত্যু পরে, ক্রমে কাল সব হরে,

রাজ্য ধন পুত্র পরিবার।

নগরের গোপ গণ, গাজনে সন্ন্যাসী হন,

নিয়মিত করিয়া আচার ॥

যে হয় সন্ন্যাসী মূল, খাদ্য তার ফল মূল,

আতপতণ্ডুল গব্য রস।

মধুমাস প্রবর্ত্তিতে, রহে যে একান্ত চিতে,

ষড় রিপু সুখে করি বশ॥

অদ্যাবধি সেই ধারা, নিয়ম রাখিয়া তারা,
গৌরবে গাজনে মত্ত হয়ে।
নিয়মিত কার্য্য করে, আসিয়া তারকেশ্বরে,
পূজার বিবিধ দ্রব্য লয়ে॥
আর কত দেশ বাসি, প্রায় হয়ে উপবাসী,
সন্ন্যাসী হইয়া নাচে গায়।
সদানন্দ ময় দেহ, শমনে না ডরে কেহ,
সদা মগ্ন শিবের সেবায়॥
গাজনে আনন্দ রোল, কে বুঝে কাহার বোল,
কেবা জানে নহে অবিদিত।
কেদার কাতরে কয়, মৃত্যুকালে মৃত্যুঞ্জয়,
দীন দেখে কোরোনা বঞ্চিত॥

—০ঃ০ঃ০—

রাগিণী বাগেশ্বরী তাল আড়াঠেকা।

ডাকরে তারকনাথে করি স্থির চিত। যে আশা করিবে হবে অবশ্য পূরিত॥ করিতে দুঃখের নাশ, আশুতোষ স্বপ্রকাশ, হওরে শিবের দাস, পাবে ফল যথোচিত। দিয়া সিদ্ধি গঙ্গাজল, অচ্ছিন্ন শ্রীফল দল, পূজিলে সমূহ ফল, মুক্তি ফল সুনিশ্চিত॥ কেদার জেনেছে তাই, কিছু মাত্র ভুল নাই, অবিরত ডাক ভাই, গাও শিব গুণ গীত॥

পয়ার ।

শিবের মহিমা যথা আছয়ে প্রকাশ ।
তথায় করিলে বাস হয় কাশিবাস ॥
একথার প্রতি যদি দৃঢ় ভক্তি হয় ।
সেবিলে তারকনাথ সম ফলোদয় ॥
বহু দিনান্তর পর দেব মহেশ্বরে ।
মন্দির করিতে বড় ইচ্ছিলা অন্তরে ॥
প্রসিদ্ধ পাতুল সনি পুর নামে গ্রাম ।
তথায় বসতি করে গোবর্দ্ধন নাম ॥
জাতিতে তাম্বলি কিন্তু উপাধি রক্ষিত ।
দেবতা ব্রাহ্মণ প্রতি ভক্তি যথোচিত ॥
বিপদে পড়িয়া লৈলা একান্তে শরণ ।
করেন তারকনাথ বিপদে মোচন ॥
বহু সমারোহ করি পূজা আদি দিল ।
দেখিয়া মন্দির ছোট অন্তরে চিন্তিল ॥
এ মন্দির ভাঙ্গি যদি একে হবে আর ।
সাত পাঁচ ভাবি মনে করিবা বিচার ॥
পরদিন আরম্ভিল হয়ে যত্নবান ।
মন্দির বেড়িয়া কৈলা মন্দির নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাবধি সে মন্দির আছে বিদ্যমান ।
গোবর্দ্ধন তুল্য কেবা নাহি পুণ্যবান ॥
অতঃপর মোহন্তের শুন বিবরণ ।
শিবের আদেশ আছে করিতে সাধন ॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি জগন্নাথ গিরি ।

প্রতিদিন প্রাণায়াম সাধে বিধিমত ॥
দ্বাদশ বৎসর করি কুম্ভক অভ্যাস ।
পরে সিন্ধু সাধনেতে কৈলা অভিলাষ ॥
বড়ই কঠিন সেই যোগ ভয়ঙ্কর ।
সিদ্ধ না হইতে ছাড়িলেন কলেবর ॥
পূর্ব্বে করেছিল গিরি চেলা দুই জন ।
বতে গিরি আর এক কমল লোচন ॥
লোচন গিরির চেলা শম্ভু চন্দ্র গির ।
গোপাল তাহার চেলা সুন্দর শরীর ॥
গোপালের চেলা রাধাকান্ত গুণবান ।
গঙ্গাধর তার চেলা সবার প্রধান ॥
লোচনের চেলা লোপ যে অবধি হইল ।
প্রসিদ্ধ প্রসাদ গিরি গদিতে বসিল ॥
প্রসাদের চেলা রহিল পরশুরাম ।
তার চেলা সুশীল মোহন গিরি নাম ॥
মোহনের চেলা রঘু চন্দ্র মহাশয় ।
অধম মাধব চন্দ্র তার চেলা হয় ॥
কামুক হইয়া কৈল কর্ম্ম বিপরীত ।
দিলেন তারকনাথ দণ্ড সমোচিত ॥
এহতে প্রত্যক্ষ আর কিবা আছে বল ।
সবার সন্তোষ উপযুক্ত পেলে ফল ॥
কুলের কামিনী যায় নাহি কোন লাজ ।
গুরু হয়ে কেবা কোথা করে হেন কাজ ॥
কি পাকে বিপাকে পড়িলেন কর্ম্ম দোষে ।

দোষ না হইলে বল কেবা কারে রোষে ॥
পাপ হৈতে দুঃখ জেনো পুণ্যে সুখ হয়।
একথা অন্যথা নয় সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
পাপে না থাকিলে কেন পড়িবেন ফাঁদে।
সাধু হলে কেবা তার চোর দায়ে বাঁধে ॥
আর কি বলিব ইথে বলিবার নয়।
এইত প্রবাদ যথা ধর্ম্ম তথা জয় ॥
অধর্ম্ম আছিল তাই ভয়ে পলাইল।
কঠিন শ্রমের সহ বন্ধনে রহিল ॥
কুকর্ম্মের ফল দেখ মন্দ ছাড়া নয়।
গোপনে দুষ্কর্ম্ম করে তবু মনে ভয় ॥
ঈশ্বরের কাছে দেখ যথার্থ বিচার।
কর্ম্মের সহিত বাধা ফল ভোগ তার ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে আসিয়া সংসারে।
নিশ্চিত উচিত ফল প্রাপ্ত হয় তারে ॥
কর্ম্মণা গহনা গতি গীতার বচন।
অসংখ্য কর্ম্মের গতি বুঝে কোন জন ॥
অতএব সাধু পথে চল অরে ভাই।
না হইলে সদাচার শুভ গতি নাই ॥
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পথ জগতে বিদিত।
সাধুমতে শুভ্র পথে গমন উচিত ॥
আল বিনা অন্ধকারে গমনে কি কষ্ট।
নহে অনুমান সিদ্ধ সপ্রমাণ স্পষ্ট ॥
অতএব বলি তাই শুন সর্ব্ব জীব।

শিব নাম লইলে নিশ্চিত হবে শিব ॥
শিবের সমান দয়া ত্রিসংসারে নাই।
হেন শিব নাম লতে যুক্তি বলি তাই ॥
শিব নাম অবিশ্রাম বদনেতে বল।
ভবের সম্বল শিব নাম যে কেবল ॥
সেই শিব নাম বল ভরসা আমার।
আর কিছু নাহি জানি নাম মাত্র সার ॥
যাকর যোগেশ যোগ যাগ নাহি যানি।
কাল ভয় নিবারিবে অহে শূলপাণী ॥
ও চরণে করি আর এক নিবেদন।
তোমার মহিমা কিছু করেছি রচন ॥
যদি কোন রচনায় হয়ে থাকে দোষ।
সে দোষে হে আশুতোষ না করিবে রোষ ॥
বুদ্ধি রূপে সর্ব্ব ঘটে আছ বিরাজিত।
বুদ্ধিতে আসিয়া গীত কৈলা প্রকাশিত ॥
ভাল মন্দ তুমি জান কিবা জানি আমি।
সর্ব্ব ভূত ময় সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী ॥
যা কর শঙ্কর হর ভব দুঃখ হর।
নিতান্ত শরণাগত দেখে রক্ষা কর ॥
কুশলে এলোক যাত্রা নির্ব্বাহ করাবে।
যদাপি বিপদে পড়ি তাহতে তরাবে ॥
যেন পদে রহে মতি কুমতি নাশিনে।
তব নাম অবিশ্রাম রসনা ভাষিবে ॥
আর এক ভিক্ষা চাই অভয় চরণে।

কুশলে রাখিবে শশী ভূষণ নন্দনে ॥
এগুণ কীর্ত্তন যেবা করিবে শ্রবণ।
কল্যাণে রাখিবে দেব এই নিবেদন ॥
গায়কেরে দিবে স্বর যে গুণ গাইবে।
এই হে অভীষ্ট কৃপা করি পুরাইবে ॥
সমাপ্ত হইল গীত শিব বল সবে।
কেদারের সম্ভাবনা শিব নাম ভবে ॥

—০:০:০—

রাগীনি ললিত বিভাস তাল আড়াঠেকা।

সংসার সঙ্কটে পড়্যে পাই যাতনা অপার।
আশুতোষ আশুতোষ আমি দাস হে তোমার ॥
আশুতোষ নাম ধর, আশু হে দুর্গতি হর, অখিলের কৃপা কর, শুনেছি পুরাণে সার ॥ তাই ভেবে পদাশ্রয়, লয়েছি নাশিতে ভয়, কবে হবে রিপু ক্ষয়, এসংসারে পাব পার ॥ কেদারের ঘুচাও ভুল, হও দেব অনুকূল, ভবার্ণবে দিতে কুল তব সম কেবা আর ॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ। বঙ্গাব্দ ১২৮৩।

—০:০:০—